রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ১৮, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৮ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ৪৩ **(মুঃ ও প্রঃ)**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৮ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ৪৩, ২০২৫

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৪৮ক) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দফা (৫৫ক) বিলুপ্ত হইবে।

৩। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ধারা ৩২ক এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইন এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খখ) বিলুপ্ত হইবে।

তারিখ: ০৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৮ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, আগস্ট ১৭, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৭ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং **০৪ (মু: প্র:)**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৭ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ০৪, ২০২৪

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনে নূতন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ।**—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৩ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলরগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।"।

৩। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনে নূতন ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২৫ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোন সিটি কর্পোরেশনে উহার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে, মেয়র ও কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

তারিখ: ০২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৭ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ সাহাবুদ্দিন
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ড. হাফিজ আহমেদ চৌধুরী
সচিব (রুটিন দায়িত্ব)।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/১৪ ফাল্গুন, ১৪১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (১৪ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ—

বা. জা. স. বিল নং ১২/২০১২

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০নং আইন এর ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (৪) এর—

(ক) দফা (খ) এর “৯০ (নব্বই) দিনের” সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলির পরিবর্তে “১৮০ (একশত আশি) দিনের” সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(খ) দফা (গ) এর "৯০ (নব্বই) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলির পরিবর্তে "১৮০ (একশত আশি) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৯ সনের ৬০নং আইন এর ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (গ) এর "নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "একশত আশি দিনের মধ্যে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এর "নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "একশত আশি দিনের মধ্যে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে সরকার, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ২২ নং আইন) প্রণয়নপূর্বক বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যায় বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১, ২০১১ তারিখে প্রকাশ করেছে। উক্ত আইনের ৩(ক) ধারার (১) উপ-ধারায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। উক্ত আইনে প্রশাসকের দায়িত্বকাল, নির্বাচনের সময়কাল ৯০ দিন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন ১৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের ৪৮ নং স্মারকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে বর্ণিত আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

২। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে "স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০১২" প্রণয়ন সমীচীন।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/১৬ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (১৬ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৭ নং আইন

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০৯ সনের ৬০নং আইন এর ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (৪) এর—

(ক) দফা (খ) এর "৯০ (নব্বই) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলির পরিবর্তে "১৮০ (একশত আশি) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (গ) এর "৯০ (নব্বই) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলির পরিবর্তে "১৮০ (একশত আশি) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৯ সনের ৬০নং আইন এর ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (গ) এর "নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "একশত আশি দিনের মধ্যে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এর "নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "একশত আশি দিনের মধ্যে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ দেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৩, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩শে নভেম্বর, ২০১১/৯ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৩শে নভেম্বর, ২০১১(৯ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৮) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ—

বা.জা.স. বিল নং ২২/২০১১

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (১) এর "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" সংজ্ঞার "বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্টগার্ড বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্টগার্ড বাহিনী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৩ক। **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তিকরণ, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩(১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে বিভক্ত হইবে।

(২) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সম্পদ, অধিকার, ঋণ, দায় ও দায়িত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংক স্থিতি, সংরক্ষিত সঞ্চিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং অন্য সকল অধিকার এবং এইরূপ সম্পত্তিতে অথবা উহা হইতে উদ্ভূত বা অর্জিত অন্যান্য সকল স্বার্থ ও অধিকার এবং সকল বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্য সকল দলিল-দস্তাবেজ সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি আদেশ দ্বারা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ক্ষেত্রমত, হস্তান্তর, ন্যস্ত, স্থানান্তর বা বদলীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নোটিশ বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন অন্যান্য দলিল এবং প্রযোজ্য সকল বিধি, ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত সকল লাইসেন্স, অনুমতি, আরোপিত কর, ইত্যাদি ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত, মঞ্জুরীকৃত বা আরোপিত বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৪। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) এই আইনের অধীন কোন নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইলে অথবা কোন সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত করা হইলে, সরকার, সিটি কর্পোরেশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।"।

৫। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১৫) এর দফা (অ) এর "ঢাকা সিটি কর্পোরেশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ১০৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৮ এর—

(ক) উপান্তটিকার "বাতিল" শব্দের পর ", বিলুপ্ত" কমা ও শব্দ সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধরা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত সিটি কর্পোরেশন এর গঠন বিলুপ্ত হইবে এবং উহার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ তাহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না।"।

৭। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর প্রথম তফসিল এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিল এর "ঢাকা সিটি কর্পোরেশনঃ" ও এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১, ২,৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৪ এবং ৫৫।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ এবং ৯২।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা এক কোটির উপরে। আয়তন প্রায় ১৫০ বর্গকিলোমিটার। এই বৃহৎ মহানগরীর বিপুল জনসংখ্যার কাছে একটি কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। ফলে জনসাধারণ কাঙ্খিত নাগরিক সেবা পাচ্ছেন না। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত, সংরক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ, জলাবদ্ধতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান কার্যক্রম আশানুরূপ নয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৯২টি এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩১টি নিয়ে মোট কাউন্সিলর সংখ্যা ১২৩ জন। নাগরিক সেবা কার্যক্রম আরো সুদৃঢ় ও যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুটি সিটি কর্পোরেশনে বিভক্ত করা আবশ্যক। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করে যথাঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে পৃথক ২টি সিটি কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

২। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গঠিত হলে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের কাছে দ্রুত সেবা পৌঁছানো, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজতর হবে। গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে "স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১"-এর নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

৩। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে "স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১" প্রণয়ন সমীচীন।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৫, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯/৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯(৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৬০ নং আইন

সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশসমূহ একীভূত, অভিন্ন এবং সমন্বিতকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশসমূহ একীভূত, অভিন্ন এবং সমন্বিতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

প্রথম ভাগ
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের —

(ক) ধারা ২৪, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩ এবং ১১৩ ব্যতীত অবশিষ্ট ধারাসমূহ ১৪ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ধারা ২৪, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩ এবং ১১৩ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ান আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্টগার্ড বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ;

(২) "আদর্শ কর তফসিল" অর্থ ধারা ৮৪ এর অধীন প্রণীত আদর্শ কর তফসিল;

(৩) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(৪) "আবর্জনা" অর্থ জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা-ময়লাদি, জীব-জন্তুর মৃতদেহ, নর্দমার তলানি, পয়ঃপ্রণালীর থিতানো বস্তু, ময়লার স্তুপ, বর্জ্য এবং অন্য যে কোন দূষিত পদার্থ বা আপত্তিকর দ্রব্য;

(৫) "ইমারত" অর্থে কোন দোকান, বাড়িঘর, কুঁড়েঘর, বৈঠকঘর, চালা, আস্তাবল বা যে কোন প্রয়োজনে যে কোন দ্রব্যাদি সহযোগে নির্মিত কোন ঘেরা, দেয়াল, পানি-সংরক্ষণাগার, বারান্দা, প্লাটফরম, মেঝে ও সিঁড়িও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) "ইমারত নির্মাণ" অর্থ কোন নূতন ইমারত নির্মাণ;

(৭) "ইমারত পুনঃনির্মাণ" অর্থ নির্দেশিতভাবে একটি ইমারতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন;

(৮) "ইমারত রেখা" অর্থ এইরূপ রেখা যাহার বাহিরে বিদ্যমান কিংবা প্রস্তাবিত রাস্তার দিকে ইমারতের বহির্মুখ বা বহির্দেয়ালের কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবে না;

(৯) "উপ-আইন" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত উপ-আইন;

(১০) "উপ-কর" অর্থ এই আইনের অধীন আরোপিত উপ-কর;

(১১) "উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" অর্থ শহর উন্নয়নের কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(১২) "ওয়াটার ওয়ার্কস" অর্থে কোন হ্রদ, জলপ্রবাহ, ঝর্ণা, কূপ, পাম্প, সংরক্ষিত-জলাধার, পুকুর, নল, জলকপাট, পাইপ, কালভার্ট এবং পানি সরবরাহ বা ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৩) "ওয়ার্ড" অর্থ একজন কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা-নির্ধারিত একটি ওয়ার্ড;

(১৪) "সিটি কর্পোরেশন" বা "কর্পোরেশন" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন;

(১৫) "কনজারভেন্সী" অর্থ আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর;

(১৬) "কর্মকর্তা" অর্থ কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা এবং কোন কর্মচারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) "কর" অর্থ কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফি, শুল্ক এবং এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য অন্য যে কোন করও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) "কাউন্সিলর" অর্থ সিটি কর্পোরেশনের কোন কাউন্সিলর;

(১৯) "কারখানা" অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ এর ৪২ নং আইন) এর ধারা ২(৭) এ সংজ্ঞায়িত "কারখানা";

(২০) "খাজনা" অর্থ আইনসম্মত উপায়ে কোন ইমারত বা জমি অধিকারে রাখিবার কারণে উহার দখলদার বা ভাড়াটিয়া বা লীজ গ্রহীতা কর্তৃক আইনতঃ প্রদেয় অর্থ কিংবা দ্রব্য;

(২১) "খাদ্য" অর্থ ঔষধ এবং পানীয় ব্যতীত মানুষের পানাহারের নিমিত্ত ব্যবহৃত সকল প্রকার দ্রব্য;

(২২) "গণস্থান" অর্থ কোন ভবন, আঙ্গিনা অথবা স্থান যেখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে;

(২৩) "জনপথ" অর্থ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পথ, রাস্তা বা সড়ক;

(২৪) "জমি" অর্থ নির্মাণাধীন বা নির্মিত অথবা জলমগ্ন যে কোন জমি;

(২৫) "টোল" অর্থ এই আইনের অধীন আরোপিত টোল;

(২৬) "ড্রাগ" বা "ঔষধ" অর্থ অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্য এবং ঔষধের মিশ্রণে অথবা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৭) "ড্রেন" অর্থে ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা, রাস্তা বা বাড়ি-ঘরের নর্দমা, সুড়ঙ্গ, কালভার্ট, পরিখা, নালা, বৃষ্টির পানি ও নোংরা পানি বহনের জন্য অন্য যে কোন প্রকার ব্যবস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৮) "তফসিল" অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(২৯) "তহবিল" অর্থ ধারা ৭০ এর অধীন গঠিত সিটি কর্পোরেশন তহবিল;

(৩০) "দখলদার" অর্থে সাময়িকভাবে জমি বা ইমারত বা উহার অংশের জন্য উহার মালিককে ভাড়া প্রদান করেন বা তাহা প্রদানের জন্য দায়ী থাকেন এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৩১) "দুগ্ধখামার" অর্থ কোন খামার, গরুর ছাউনি, গোয়ালঘর, দুধ সংরক্ষণাগার, দুধের দোকান বা এমন কোন স্থান যেস্থান হইতে দুধ অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হয়;

(৩২) "নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা এই আইনের কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন সরকারি কর্মকর্তা;

(৩৩) "নির্বাচন কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(৩৪) "নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ৩৮ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(৩৫) "নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ৩৮ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল;

(৩৬) "নির্বাচন পর্যবেক্ষক" অর্থ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যাহাকে নির্বাচন কমিশন বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য লিখিতভাবে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে;

(৩৭) "নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ" অর্থ Penal Code, 1860 (Act. No. XIV of 1860) তে সংজ্ঞায়িত চাঁদাবাজি, চুরি, সম্পত্তি আত্মসাৎ, বিশ্বাস ভংগ, ধর্ষণ, হত্যা, খুন এবং Prevention of Corruption Act, 1947 (Act. II of 1947) এ সংজ্ঞায়িত "Criminal misconduct"ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৮) "পুলিশ কর্মকর্তা" অর্থ পুলিশ বাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টর বা তদূর্ধ্ব পদ-মর্যাদাসম্পন্ন কোন পুলিশ কর্মকর্তা;

(৩৯) "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" অর্থ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(৪০) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৪১) "ফিস" অর্থ এই আইনের অধীন ধার্যকৃত ফিস;

(৪২) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৪৩) "ব্যাংক" অর্থ—

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী;

(খ) The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (P.O. No. 128 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা;

(গ) The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O. No. 129 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক;

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন;

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক;

(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance, 1986 (Ordinance No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক; বা

(জ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Basic Bank Limited (Bangladesh Small Industries and Commerce Bank Limited);

(৪৪) "ভাড়া" অর্থ কোন দালান বা ভূমি দখল বাবদ ভাড়াটিয়া বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে পরিশোধ্য কোন অর্থ বা বস্তু;

(৪৫) "লাভজনক পদ" (Office of profit) অর্থ প্রজাতন্ত্র কিংবা সরকারি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা সরকারি মালিকানাধীন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বা তদূর্দ্ধ শেয়ারভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে সার্বক্ষণিক বেতনভুক্ত পদ বা অবস্থান;

(৪৬) "মালিক" অর্থে আপাততঃ জমি ও ইমারতের ভাড়া অথবা উহাদের যে কোন একটির ভাড়া নিজ দায়িত্বে অথবা কোন ব্যক্তির অথবা সমাজের অথবা কোন ধর্মীয় অথবা দাতব্য কাজের প্রতিনিধি অথবা ট্রাস্টি হিসাবে সংগ্রহ করিতেছেন অথবা যদি জমি অথবা ইমারত ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া প্রদান করিলে যিনি তাহা সংগ্রহ করিতেন এইরূপ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪৭) "মেয়র" অর্থ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র;

(৪৮) "যানবাহন" অর্থ রাস্তায় ব্যবহারযোগ্য চাকাযুক্ত পরিবহন;

(৪৯) "সচিব" অর্থ সিটি কর্পোরেশনের সচিব;

(৫০) "সংক্রামক ব্যাধি" অর্থ এমন ব্যাধি যাহা একজন ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রমিত করে এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত অন্য যে কোন ব্যাধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫১) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(৫২) "সরকারি রাস্তা" অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনগণের চলাচলের জন্য যে কোন রাস্তা;

(৫৩) "সড়ক রেখা" অর্থ রাস্তা ধারণের ভূমি এবং রাস্তার অংশ বিশেষ গঠনের ভূমিকে পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে বিভক্তকারী রেখাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫৪) "সুয়ারেজ" অর্থ একটি ড্রেনের মাধ্যমে বাহিত পয়ঃনিষ্কাশন, দূষিত পানি, বৃষ্টির পানি এবং নর্দমা বাহিত যে কোন দূষিত বা নোংরা দ্রব্যাদি;

(৫৫) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) এ সংজ্ঞায়িত কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ;

(৫৬) "স্থায়ী কমিটি" অর্থ এই আইনের ধারা ৫০ এর অধীন গঠিত স্থায়ী কমিটি।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৩। **সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।**—(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান সকল সিটি কর্পোরেশন এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত যথাক্রমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাসমূহের বিবরণ প্রথম তফসিলভুক্ত হইবে।

(৩) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(৪) নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, নির্ধারিত মানদণ্ডে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ

(ক) বিদ্যমান পৌর-এলাকার জনসংখ্যা;

(খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব;

(গ) স্থানীয় আয়ের উৎস;

(ঘ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব;

(ঙ) অবকাঠামোগত সুবিধাদি ও সম্প্রসারণের সুযোগ;

(চ) বিদ্যমান পৌরসভার বার্ষিক আয়; এবং

(ছ) জনমত।

(৫) যে এলাকা লইয়া নূতন সিটি কর্পোরেশন গঠিত হইবে সেই এলাকার নামেই উক্ত সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ হইবে।

(৬) সিটি কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন একটি প্রশাসনিক একাংশ বা ইউনিট হিসাবে গণ্য হইবে।

৪। **সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণ বা সংকোচন।**—(১) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন কোন এলাকাকে কর্পোরেশনের সীমানার অন্তর্ভুক্ত অথবা কর্পোরেশনের কোন এলাকাকে উহার সীমানা-বহির্ভূত করিতে পারিবে।

(২) কোন এলাকা সিটি কর্পোরেশনের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হইলে, এই আইন, বিধি, প্রবিধান এই আইনের অধীন প্রদত্ত সকল আদেশ, নির্দেশ ও ক্ষমতা উক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কোন এলাকা সিটি কর্পোরেশনের এলাকার বহির্ভূত করা হইলে, এই আইন, বিধি, প্রবিধান এবং এই আইনের অধীন প্রদত্ত সকল আদেশ, নির্দেশ ও ক্ষমতা উক্ত এলাকায় আর প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনবোধে, এই আইনের প্রথম তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৫। **সিটি কর্পোরেশন গঠন।**—(১) প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে ঃ

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

(২) উপ–ধারা (১) এর দফা-(খ) এর অধীন নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলিয়া উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে মহিলা প্রার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণকে বারিত করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারার অধীন সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যদি উক্ত সংখ্যার ভগ্নাংশ থাকে এবং উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেক বা তদূর্ধ্ব হয়, তবে উহাকে পূর্ণ সংখ্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং যদি উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেক এর কম হয়, তবে উহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

(৩) মেয়রের পদসহ কর্পোরেশনের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে এবং নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে, কর্পোরেশন, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় 'কাউন্সিলর' অর্থে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত কাউন্সিলরও বুঝাইবে।

(৪) মেয়র পদাধিকারবলে একজন কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইবেন।

৬। **সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ।**—কর্পোরেশনের মেয়াদ উহা গঠিত হইবার পর উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, উহা পুনর্গঠিত সিটি কর্পোরেশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেয়র ও কাউন্সিলর সম্পর্কিত বিধান

৭। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের শপথ বা ঘোষণা।**—(১) মেয়র বা কোন কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ছকে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং শপথ বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

(২) মেয়র বা কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ মেয়র ও সকল কাউন্সিলরকে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

৮। **সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা।**—(১) মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলরকে, শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা প্রদানের সময় ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বরসহ (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত তাহার এবং তাহার পরিবারের সদস্যদের দেশে ও বিদেশে অবস্থিত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির সর্বশেষ বিবরণ, একটি হলফনামার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর সম্বলিত সম্পদের সর্বশেষ হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে বা করা না হইলে, মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলর শপথ গ্রহণের সময় তাহার এবং তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ হলফনামার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত হলফনামা এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত লিখিত বিবরণ অসত্য প্রমাণিত হইলে, উহা অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অসদাচরণের অভিযোগে ক্ষেত্রমত, মেয়র বা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "পরিবারের সদস্য" বলিতে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার সহিত বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সৎপুত্র, সৎকন্যা, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বুঝাইবে।

৯। **মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;

(গ) মেয়রের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;

(ঘ) সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরসহ অন্যান্য কাউন্সিলরদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার জন্য এবং উক্তরূপ মেয়র বা কাউন্সিলর পদে থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) কোন ফৌজদারী বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের বা সিটি কর্পোরেশনের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহীর পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুতির পর তিন বৎসর অতিবাহিত না করিয়া থাকেন;

(ছ) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারকে পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার নিজ নামে বা তাহার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

ব্যাখ্যা ঃ উপরি-উক্ত দফা (ছ) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে ক্ষেত্রে—

(১) চুক্তিটিতে অংশ বা স্বার্থ তাহার উপর উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদি না উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস অথবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বর্ধিত সময় অতিবাহিত হয়; অথবা

(২) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন পাবলিক কোম্পানীর দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে যাহার তিনি একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালকও নহেন বা ম্যানেজিং এজেন্টও নহেন; অথবা

(৩) তিনি কোন যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য এবং চুক্তিটি তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোন স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোন সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।

(জ) বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের কার্য সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা সিটি কর্পোরেশনের কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;

(ঝ) বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণের জন্য কোন ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণ ব্যতীত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে তদ্‌কর্তৃক কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা উহার কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হইয়া থাকেন;

(ঞ) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন, যাহা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ বা উহার কোন কিস্তি পরিশোধে, মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখে খেলাপী হইয়াছে;

ব্যাখ্যা ঃ উপরি-উক্ত দফা (ঝ) ও (ঞ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে "ঋণ খেলাপী" অর্থে ঋণ গ্রহীতা ছাড়াও বন্ধকদাতা বা জামিনদার, যিনি বা যাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা ফার্ম Banker's Book of Account এ ঋণ খেলাপী হিসাবে চিহ্নিত আছে তাহাদেরকেও বুঝাইবে;

(ট) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন;

(ঠ) কর্পোরেশনের নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ তাহার নিকট অনাদায়ী রাখেন বা কর্পোরেশনের নিকট তাহার কোন আর্থিক দায়-দেনা থাকে;

(ড) কর্পোরেশন কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দায়যোগ্য অর্থ কর্পোরেশনকে পরিশোধ না করেন;

(ঢ) অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ণ) কোন সরকারি বা আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি, ইত্যাদি হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরীচ্যুত হইয়া পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;

(ত) সিটি কর্পোরেশনের তহবিল তসরুফের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;

(থ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে Penal Code, 1860 (Act No. XIV of 1860) এর section 189 ও 192 অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(দ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে Penal Code, 1860 (Act No. XIV of 1860) এর section 213, 332, 333 ও 353 অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত ও অপসারিত হন;

(ধ) কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ন) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন।

(৩) প্রত্যেক মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।

১০। **একাধিক পদে প্রার্থিতায় বাধা।**—(১) কোন ব্যক্তি একই সাথে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন কর্পোরেশনের একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হইলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদকালে মেয়র পদ শূন্য হইলে, কোন কাউন্সিলর, স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়া মেয়রের পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

১১। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদত্যাগ।**—(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে মেয়র স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) কোন কাউন্সিলর মেয়রের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকার, বা ক্ষেত্রমত, মেয়র কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পদত্যাগপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

১২। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ।**—(১) যেক্ষেত্রে কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা কাউন্সিলরের অপসারণের জন্য ধারা ১৩ এর অধীন কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সরকার, লিখিত আদেশের মাধ্যমে, ক্ষেত্রমত, মেয়র বা কোন কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সিটি কর্পোরেশনের কোন মেয়রকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত আদেশপ্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত মেয়র, ক্রমানুসারে মেয়র প্যানেলের জ্যেষ্ঠ সদস্যের নিকট স্বীয় দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন এবং উক্ত মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত মেয়র অপসারিত হইলে, তাহার পরিবর্তে নূতন মেয়র নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্পোরেশনের কোন কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত আদেশপ্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কাউন্সিলর, মেয়র কর্তৃক মনোনীত পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের একজন কাউন্সিলরের নিকট স্বীয় দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন এবং উক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত কাউন্সিলর অপসারিত হইলে, তাহার পরিবর্তে নূতন কাউন্সিলর নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের অপসারণ।**—(১) মেয়র অথবা কাউন্সিলর তাহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সিটি কর্পোরেশনের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

(গ) দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(ঘ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঙ) ধারা ৯(৩) অনুযায়ী নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন মর্মে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিন মাসের মধ্যে প্রমাণিত হয়;

(চ) বার্ষিক **১২**টি মাসিক সভার পরিবর্তে ন্যূনতম ৯টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে, বা ক্ষেত্রমত, উক্ত সভাসমূহে উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় বর্ণিত 'অসদাচরণ' বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, এই আইন অনুযায়ী বিধি-নিষেধ পরিপন্থী কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করা বা অসত্য তথ্য প্রদান করাকে বুঝাইবে।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কারণে মেয়র বা কোন কাউন্সিলরকে অপসারণ করিতে পরিবে।

(৩) অপসারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে বিধি মোতাবেক তদন্ত ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(৪) সিটি কর্পোরেশনের কোন মেয়র বা কাউন্সিলরকে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তাহার পদ হইতে অপসারণ করা হইলে, ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপসারণ আদেশটি স্থগিত থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদানের পর রাষ্ট্রপতি উক্ত অপসারণ আদেশটি পরিবর্তন, বাতিল বা বহাল রাখিতে পরিবেন।

(৫) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অপসারিত কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের কার্যকালের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৪। **অনাস্থা প্রস্তাব**।—(১) এই আইনের কোন বিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে কর্পোরেশনের মেয়র বা কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের ক্ষেত্রে, কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ, একজন কাউন্সিলরকে ব্যক্তিগতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এক মাসের মধ্যে অভিযোগসমূহ প্রাথমিকভাবে তদন্ত করিবেন এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলরকে, দশ কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য, নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৪) কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাব প্রাপ্তির অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের একটি সভা আহ্বান করিয়া সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সভায়, মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে মেয়রের প্যানেলের উপস্থিত একজন কাউন্সিলর এবং কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, কর্পোরেশনের মেয়র সভাপতিত্ব করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়র বা প্যানেল মেয়র অনুপস্থিত থাকিলে বা অন্য কোন কারণে তাহাকে পাওয়া না গেলে, উপস্থিত কাউন্সিলরগণের মধ্যে একজন কাউন্সিলর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সভা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া স্থগিত করা যাইবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৮) সভার শুরুতে সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবটি সভায় পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা আহ্বান করিবেন।

(৯) সভা শুরু হইবার তিন ঘণ্টার মধ্যে বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনা শেষ না হইলে, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) সভার ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(১১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সভা শেষ হইবার পর পরই অনাস্থা প্রস্তাবের অনুলিপি এবং ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১২) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে, সংশ্লিষ্ট মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলরের আসনটি সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

(১৩) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে, সভা অনুষ্ঠানের তারিখের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ পুনরায় প্রদান করা যাইবে না।

(১৪) দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে না।

১৫। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদ শূন্য হওয়া**।—মেয়র ও কাউন্সিলরের পদ শূন্য হইবে, যদি তিনি—

(ক) ধারা ৯(২) এর অধীনে মেয়র বা কাউন্সিলর হইবার অযোগ্য হইয়া পড়েন; বা

(খ) ধারা ৭ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা প্রদান করিতে বা ধারা ৭ এর অধীন হলফনামা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন; বা

(গ) ধারা ১১ এর অধীন পদত্যাগ করেন; বা

(ঘ) ধারা ১৩ এর অধীন তাহার পদ হইতে অপসারিত হন; বা

(ঙ) মৃত্যুবরণ করেন।

১৬। **আকস্মিক পদ শূন্যতা**।—সিটি কর্পোরেশনে মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে মেয়র বা কোন কাউন্সিলরের পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি সিটি কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৭। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অনুপস্থিতির ছুটি**।—(১) সরকার কোন মেয়রকে এবং মেয়র কোন কাউন্সিলরকে এক বৎসরে সর্বোচ্চ তিন মাস ছুটি মঞ্জুর করিতে পরিবেন।

(২) কোন কাউন্সিলর ছুটিতে থাকিলে বা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত ছুটি বা অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য মেয়র পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের একজন কাউন্সিলরকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) মেয়র বা কাউন্সিলরের উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ছুটির অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে সরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৮। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা**।—মেয়র ও কাউন্সিলরগণ সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সিটি কর্পোরেশনের তহবিল হইতে মাসিক সম্মানীভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবে।

১৯। **মেয়র ও কাউন্সিলর কর্তৃক রেকর্ডপত্র দেখিবার অধিকার**।—(১) প্রত্যেক কাউন্সিলর নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতির নিকট কর্পোরেশন বা স্থায়ী কমিটির প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা ব্যাখ্যা দাবী করিতে পারিবেন।

(২) কর্পোরেশনের মেয়র বরাবরে নোটিশ প্রদান করিয়া কর্পোরেশনের যে কোন কাউন্সিলর অফিস চলাকালীন সময়ে গোপনীয় নথিপত্র ব্যতীত অন্যান্য রেকর্ড ও নথিপত্র দেখিতে পারিবেন।

(৩) কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলর কর্পোরেশন কর্তৃক অন্য কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাস্তবায়িত কোন কাজ বা প্রকল্পের ক্রটি বিচ্যুতি সম্পর্কে কর্পোরেশনের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

২০। **মেয়রের প্যানেল**।—(১) সিটি কর্পোরেশন গঠিত হইবার পর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলরগণ অগ্রাধিকারক্রমে তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত তিনজনের মেয়র প্যানেলের মধ্যে একজন অবশ্যই সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হইতে হইবে।

(২) উপ-দফা (১) অনুযায়ী মেয়রের প্যানেল নির্বাচিত না হইলে সরকার, মেয়রের প্যানেল মনোনীত করিবেন।

২১। **মেয়র প্যানেলের সদস্য কর্তৃক মেয়রের দায়িত্ব পালন**।—(১) অনুপস্থিতি কিংবা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে মেয়র দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের ধারা ২০ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে মেয়রের প্যানেলের কোন সদস্য মেয়রের সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) পদত্যাগ, অপসারণ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে মেয়রের পদ শূন্য হইলে শূন্য পদে নব নির্বাচিত মেয়র কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে মেয়রের প্যানেলের কোন সদস্য মেয়রের সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২। **সদস্যপদ পুনর্বহাল।**—মেয়র বা কাউন্সিলর এই আইনের বিধানমতে অযোগ্য ঘোষিত হইয়া অথবা অপসারিত হইয়া সদস্যপদ হারাইবার পর আপিল, বা উপযুক্ত আদালতের আদেশে তাহার উক্তরূপ অযোগ্যতার ঘোষণা বাতিল বা অপসারণ আদেশ রদ হইলে, তিনি কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বপদে বহাল হইবেন।

২৩। **দায়িত্ব হস্তান্তর।**—নির্বাচনের পর নির্বাচিত মেয়র, প্যানেল মেয়র বা অন্য কোন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিলে, পূর্ববর্তী মেয়র, প্যানেল মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর, তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কর্পোরেশনের সকল নগদ অর্থ, পরিসম্পদ, দলিল দস্তাবেজ, রেজিস্টার ও সীলমোহর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক স্থিরীকৃত তারিখ, সময় ও স্থানে নূতন নির্বাচিত মেয়র, বা ক্ষেত্রমত, মনোনীত প্যানেল মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলরের নিকট কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বুঝাইয়া দিবেন।

২৪। **ব্যত্যয়ের দণ্ড।**—যদি কোন মেয়র বা মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কাউন্সিলর ধারা ২৩ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৫। **অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ।**—(১) সরকার, এই আইনের ধারা ৩(৩) এর অধীন কোন পৌর-এলাকাকে সিটি কর্পোরেশন এলাকা ঘোষণা করিলে, সিটি কর্পোরেশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে মেয়র ও কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪) এই আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক কোনক্রমেই একের অধিক বার বা ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক সময়কাল দায়িত্বে থাকিতে পারিবেন না।

২৬। **গেজেট নোটিফিকেশন।**—মেয়র বা কোন কাউন্সিলরের পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হইলে সরকার, উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ওয়ার্ড বিভক্তিকরণ ও সীমানা নির্ধারণ

২৭। **কর্পোরেশনকে ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণ।**—(১) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনকে নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করিবার সুপারিশ করিবেন।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনসংখ্যার সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, প্রতিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

২৮। **সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ।**—সরকার সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা, এবং, তাহাকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

২৯। **ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ**।—(১) ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এলাকার অখণ্ডতা এবং, যতদূর সম্ভব, জনসংখ্যা বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা করিতে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত সকল আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনা করিতে পারিবেন; এবং কর্পোরেশনের কোন্ এলাকা কোন্ ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া একটি প্রাথমিক ওয়ার্ড তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৎসম্পর্কে আপত্তি ও পরামর্শ দাখিল করিবার আহ্বান জানাইয়া একটি নোটিশও প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত কোন আপত্তি বা পরামর্শ বা প্রাথমিক ওয়ার্ড তালিকায় পরিলক্ষিত ক্রটি বা বিচ্যুতি নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৪) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা তদকর্তৃক গৃহীত আপত্তি বা পরামর্শের ভিত্তিতে কোন ক্রটি বা বিচ্যুতি দূরীকরণের প্রয়োজনে, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রকাশিত প্রাথমিক ওয়ার্ড তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কৃত সংশোধন বা পরিবর্তনের পর, সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা প্রত্যেক ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখ করিয়া ওযার্ডসমূহের একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

৩০। **সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড সীমানা নির্ধারণ**।—সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা—

(ক) ধারা ২৭ এর অধীন কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ওয়ার্ডকে এইরূপ সমন্বিত ওয়ার্ডরূপে চিহ্নিত করিবেন যেন এইরূপ সমন্বিত ওয়ার্ডের সংখ্যা সংরক্ষিত আসন সংখ্যার সমান হয়।

(খ) সমন্বিত ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারা ২৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

৩১। **ভোটার তালিকা**।—(১) প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকিবে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) আঠার বৎসরের কম বয়স্ক না হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত না হন; এবং

(ঘ) সেই ওয়ার্ডের বাসিন্দা হন বা বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হন।

৩২। **ভোটাধিকার**।—যাহার নাম কর্পোরেশনের কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকিবে, তিনি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৩। **মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচন**।—(১) ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক কর্পোরেশনের মেয়র এবং ধারা ২৭ এর অধীন বিভক্ত প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলর এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

(২) ধারা ৩০ এর দফা (ক) এর অধীন প্রত্যেক সমন্বিত ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া মহিলা কাউন্সিলর এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

৩৪। **নির্বাচনের সময়, ইত্যাদি।**—(১) নিম্নবর্ণিত সময়ে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আইনের অধীন কর্পোরেশন প্রথমবার গঠনের ক্ষেত্রে, এই আইন বলবৎ হইবার পর একশত আশি দিনের মধ্যে;

(খ) কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ববর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে;

(গ) কর্পোরেশনের গঠন বাতিলের ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারির পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন নির্বাচিত মেয়র অথবা কাউন্সিলর, কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৩৫। **নির্বাচন পরিচালনা।**—নির্বাচন কমিশন তদ্‌কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করিবে; এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ের বিধান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে হলফনামা দাখিল, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়নপত্র বাছাই;

(গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দ;

(ঙ) প্রার্থীর এজেন্ট নিয়োগ;

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(ছ) ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(জ) ভোট প্রদানের পদ্ধতি;

(ঝ) ভোট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(ঞ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

(ট) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ঠ) প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;

(ড) ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যের গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা;

(ঢ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ ও উহার দণ্ড এবং প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের আচারণ বিধি ভঙ্গের দণ্ড;

(ণ) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি;

(ত) অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ, মামলার মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(থ) গাড়ি হুকুম দখলের ক্ষমতা, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বদলী, কতিপয় ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখার ক্ষমতা এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা; এবং

(দ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এর ক্ষেত্রে বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত বিধান করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ অন্যূন ছয় মাস এবং অনধিক সাত বৎসর এবং আচরণ বিধির কোন বিধান লংঘনের জন্য কারাদণ্ডের মেয়াদ অনধিক ছয় মাস অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে।

৩৬। **মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ**।—মেয়র এবং কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, নির্বাচন কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
নির্বাচনী বিরোধ

৩৭। **নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল**।—**(১)** এই আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রমের বিষয়ে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত, কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(৩) এই আইনের ধারা ৩৮ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন আদালত—

(ক) কর্পোরেশনের কোন মেয়র বা কাউন্সিলরের নির্বাচন মূলতবী রাখিতে;

(খ) এই আইনের অধীন নির্বাচিত কোন কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলরকে তাহার দায়িত্ব গ্রহণে বিরত রাখিতে;

(গ) এই আইনের অধীন নির্বাচিত কোন কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলরকে তাহার কার্যালয়ে প্রবেশ করা হইতে বিরত রাখিতে—

নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

৩৮। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন**।—(১) এই আইনের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশন একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(২) নির্বাচনী ফলাফল গেজেটে প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্পোরেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন মামলা উহা দায়ের করিবার একশত আশি দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলার রায় ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করা যাইবে এবং নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্পোরেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন আপিল দায়ের করিবার একশত আশি দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯। **নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর**।—নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন এক পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে, মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপিল এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য কোন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপীল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে; এবং যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত, অথবা নির্বাচনী আপিল দরখাস্ত স্থানান্তর করা হয়, সেই নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে, উক্ত দরখাস্ত, বা ক্ষেত্রমত, আপিল যে পর্যায়ে স্থানান্তর করা হইয়াছে, সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য চলিতে থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচনী আপিল যে ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হইয়াছে সেই নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল অথবা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল, উপযুক্ত মনে করিলে, ইতঃপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৪০। **নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল, ইত্যাদি নিষ্পত্তি**।—নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়ের পদ্ধতি, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রদেয় প্রতিকার এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
কর্পোরেশনের কার্যাবলী

৪১। **কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—(১) কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ

(ক) কর্পোরেশনের তহবিলের সংগতি অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(খ) বিধি এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(গ) সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিলে উহা সম্পাদন করা।

(২) মেয়র স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং কাউন্সিলরগণ এই আইনের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে, কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং কর্পোরেশনের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৩) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪২। **সরকারের নিকট কর্পোরেশনের কার্যক্রম হস্তান্তর, ইত্যাদি।**—এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনবোধে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম, সরকারের ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৩। **কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন।**—(১) কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে কর্পোরেশনের কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করিবে; এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে না পারিলে সরকার কর্পোরেশনের অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মেয়রের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রশাসনিক প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করিবে এবং উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপন করিবে।

(৩) কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কর্মকর্তা প্রত্যেক বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সমন্বিত আকারে সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৪) সরকার উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রাপ্ত সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

৪৪। **নাগরিক সনদ প্রকাশ।**—(১) কর্পোরেশন "নাগরিক সনদ" শীর্ষক দলিলের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নিশ্চিতকরণের বিবরণ প্রকাশ করিবে।

(২) নাগরিক সনদ প্রতি বৎসর অন্যূন একবার হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৩) সরকার কর্পোরেশনের জন্য আদর্শ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৪) প্রতিটি কর্পোরেশন সরকারের অবগতিতে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সনদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

(৫) নাগরিক সনদে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ

(ক) প্রতিটি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ;

(খ) সেবা প্রদানের মূল্য;

(গ) সেবা গ্রহণ ও দাবী করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া;

(ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা;

(ঙ) নাগরিকদের সেবা সংক্রান্ত দায়িত্ব;

(চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা;

(ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া; এবং

(জ) সনদে উল্লিখিত অঙ্গীকার লংঘনের ফলাফল।

৪৫। **উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার**।Iপ্রত্যেক কর্পোরেশন—

(ক) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করিবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করিবে; এবং

(গ) তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত, সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ নাগরিকদের জ্ঞাত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
নির্বাহী ক্ষমতা

৪৬। **নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা**।—(১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা কর্পোরেশনের থাকিবে।

(২) কর্পোরেশনের নির্বাহী ক্ষমতা এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে কর্পোরেশনের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মেয়র, কাউন্সিলর বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) কর্পোরেশনের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য কর্পোরেশনের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হইতে হইবে।

(৪) কর্পোরেশনের দৈনন্দিন সেবা প্রদানমূলক দায়িত্ব ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় অনুমোদিত হইবে এবং প্রয়োজনবোধে, সময়ে সময়ে, উহা সংশোধনের এখতিয়ার কর্পোরেশনের থাকিবে।

(৫) কর্পোরেশন কার্যবণ্টন এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৭। **সিটি কর্পোরেশনের এলাকাকে অঞ্চলে বিভক্তিকরণ**।—(১) কর্পোরেশনের দৈনন্দিন এবং অন্যান্য সেবামূলক কার্য পরিচালনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্পোরেশনের এলাকা, প্রয়োজন অনুযায়ী, অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া আঞ্চলিক কার্যালয় থাকিবে এবং অঞ্চলভুক্ত ওয়ার্ডসমূহের সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আঞ্চলিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(৩) আঞ্চলিক কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে একজন কাউন্সিলর সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪৮। **কার্য সম্পাদন।**—কর্পোরেশনের সকল কার্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উহার বা উহার স্থায়ী কমিটিসমূহের সভায় অথবা মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

৪৯। **কর্পোরেশনের সভা।**—(১) মেয়র ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণের শপথ গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা কর্পোরেশন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান কর্পোরেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণের ত্রিশ দিনের মধ্যে, যাহা পরে হয়, কর্পোরেশন উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সভা সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার জারীকৃত নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কর্পোরেশন প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে কোন কার্য দিবসে অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত হইবে।

(৪) কর্পোরেশনের কোন সভায় পরবর্তী সভার তারিখ ও সময় নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে, অথবা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত কোন সভার তারিখ ও সময়ে কর্পোরেশনের সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের মেয়র স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী কর্পোরেশনের সভা আহবান করিবেন।

(৫) কর্পোরেশনের ৫০% সদস্য তলবী সভা আহবানের জন্য মেয়রের বরাবরে লিখিত অনুরোধ জানাইলে তিনি পনের দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে সাত দিবস পূর্বে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৬) মেয়র উপ-ধারা (৫) এর অধীন তলবী সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত কাউন্সিলরগণ দশ দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সভা আহবান করিয়া অন্যূন সাত দিবস পূর্বে কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং এইরূপ সভা কর্পোরেশনের কার্যালয়ে স্থিরীকৃত তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৭) তলবী সভায় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ তলবী সভা পরিচালনা ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠানের সাত দিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৮) মেয়র অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সময় কর্পোরেশনের সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৯) কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(১০) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, কর্পোরেশনের সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত কাউন্সিলরগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে।

(১১) প্রত্যেক কাউন্সিলরের একটি করিয়া ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(১২) কর্পোরেশনের সভায় মেয়র, অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে, ধারা ২১ এর অধীন তাহার দায়িত্ব পালনকারী প্যানেল মেয়র অথবা উভয়ের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত কাউন্সিলরগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন কাউন্সিলর সভাপতিত্ব করিবেন।

(১৩) কোন প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা সভাপতি উক্ত সভায় স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন।

(১৪) সভার আলোচ্যসূচিতে কারিগরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হইলে কর্পোরেশন উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(১৫) নিম্নবর্ণিত সরকারি দপ্তরের প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে উহার সভায় যোগদান করিবেন এবং সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতঃ বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন, তবে তাহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না ঃ

(অ) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন—

(ক) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা;
(খ) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
(গ) চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ;
(ঘ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী, স্থাপত্য অধিদপ্তর;
(চ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
(ছ) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(জ) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ঝ) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ঞ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড;
(ট) চেয়ারম্যান, বি, আই, ডবিউ, টি, এ;
(ঠ) চেয়ারম্যান, বি, আর, টি, এ;
(ড) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ঢ) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর;
(ণ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;
(ত) মহাপরিচালক, ত্রান ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর;
(থ) মহাপরিচালক, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‌্যাব);
(দ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
(ধ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ঢাকা;
(ন) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;
(প) চেয়ারম্যান, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ;
(ফ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;
(ব) চেয়ারম্যান, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী;
(ভ) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স;

(ম) জেলা প্রশাসক, ঢাকা;
(য) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ;
(র) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস।

(আ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন—
(ক) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম;
(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার; চট্টগ্রাম
(গ) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ;
(ঘ) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
(ঙ) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
(চ) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম;
(ছ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড;
(জ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(ঝ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
(ঞ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ট) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ঠ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;
(ড) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ঢ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ;
(ণ) প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স;
(ত) প্রতিনিধি, বি, আর, টি, এ;
(থ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
(দ) প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)।

(ই) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন—
(ক) বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার; রাজশাহী;
(গ) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী;
(ঘ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড;
(ঙ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(চ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
(ছ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(জ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ঝ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;
(ঞ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ট) চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
(ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ;

(ড) প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স;
(ঢ) প্রতিনিধি, বি, আর, টি, এ;
(ণ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
(ত) প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)।

(ঈ) খুলনা সিটি কর্পোরেশন—
(ক) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা;
(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার; খুলনা;
(গ) জেলা প্রশাসক, খুলনা;
(ঘ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড;
(ঙ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(চ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
(ছ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(জ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ঝ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;
(ঞ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ট) চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
(ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ;
(ড) প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স;
(ঢ) প্রতিনিধি, বি, আর, টি, এ;
(ণ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
(ত) প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)।

(উ) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন—
(ক) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল;
(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার; বরিশাল;
(গ) জেলা প্রশাসক, বরিশাল;
(ঘ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড;
(ঙ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(চ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
(ছ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(জ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ঝ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;
(ঞ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
(ট) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ;
(ঠ) প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স;
(ড) প্রতিনিধি, বি, আর, টি, এ;
(ঢ) প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)।

(ঙ) সিলেট সিটি কর্পোরেশন—

(ক) বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট;

(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, সিলেট;

(গ) জেলা প্রশাসক, সিলেট;

(ঘ) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড;

(ঙ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(চ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ছ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(জ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(ঝ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড;

(ঞ) পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(ট) নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঠ) প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স;

(ড) প্রতিনিধি, বি, আর, টি, এ;

(ঢ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

(ণ) প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)।

(১৬) নূতন সিটি কর্পোরেশন গঠনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সরকারি কর্মকর্তাগণ উক্ত সিটি কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে উহার সভায় যোগদান করিবেন এবং সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতঃ বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন, তবে তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

৫০। **স্থায়ী কমিটি গঠন**।—(১) কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর উহার প্রথম সভায়, অথবা যথাশীঘ্র সম্ভব, তৎপরবর্তী কোন সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর ছয় মাস হইবে এবং দুই বৎসর ছয় মাস পর নূতন করিয়া কমিটি গঠন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) অর্থ ও সংস্থাপন;

(খ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

(গ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা;

(ঘ) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;

(ঙ) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ;

(চ) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

(ছ) পানি ও বিদ্যুৎ;

(জ) সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার;

(ঝ) পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি;

(ঞ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কমিটি;

(ট) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কমিটি;

(ঠ) যোগাযোগ;

(ড) বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঢ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

(২) কর্পোরেশনের সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রয়োজনবোধে অন্য কোন বিষয়ের জন্যও স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) কর্পোরেশন প্রত্যেক স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবে এবং স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে কর্পোরেশনের সভায় নির্বাচিত হইবে, তবে কোন কাউন্সিলর একই সময়ে দুইটির অধিক স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং একটির অধিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হইবেন না।

(৪) মেয়র পদাধিকারবলে সকল স্থায়ী কমিটির সদস্য হইবেন।

(৫) স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেয়রের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে সভাপতির পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং মেয়র কর্তৃক পদত্যাগপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

(৬) কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি অথবা অন্য কোন সদস্যের পদ আকস্মিকভাবে শূন্য হইলে, তাহা উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে, নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং নবনির্বাচিত ব্যক্তি তাহার পূর্বসুরীর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৭) কোন স্থায়ী কমিটি উহার উত্তরাধিকারী স্থায়ী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবে।

(৮) কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্যের অনিবার্য কারণবশতঃ দুই মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পরিষদের সভায় অন্য কোন কাউন্সিলরকে উক্ত স্থায়ী কমিটির সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাইয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫১। **স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী**।—(১) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করিবে।

(২) স্থায়ী কমিটির সুপারিশ কর্পোরেশনের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে।

(৩) স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা কর্পোরেশনের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

৫২। **অন্যান্য কমিটি গঠন**।—কর্পোরেশন প্রয়োজনবোধে কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫৩। **যে কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশনের কাজে সম্পৃক্তকরণ**।—(১) কর্পোরেশন বা উহার কোন স্থায়ী কমিটি কিংবা কমিটি উহার যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজনবোধ করিলে, উক্ত ব্যক্তিকে উহার কাজের সহিত সম্পৃক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্পোরেশন বা কোন কমিটির সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি উহার সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না।

৫৪। **কর্পোরেশনের সভায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার।**—(১) সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্পোরেশনের কোন সভা একান্তে অনুষ্ঠিত না হইলে উহার প্রত্যেক সভা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা উহার সভায় জনসাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

৫৫। **কাউন্সিলরগণের ভোটদানের উপর বাধা-নিষেধ।**—কর্পোরেশন বা উহার কোন কমিটির সভায়, কোন কাউন্সিলরের আচরণ সম্পর্কিত কোন বিষয়ের আলোচনায় অথবা তাহার আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোন বিষয়ে অথবা তাহার ব্যবস্থাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন আছে এইরূপ কোন সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনায় উক্ত কাউন্সিলর অংশগ্রহণ বা ভোটদান করিবেন না।

৫৬। **সভার কার্য পদ্ধতি ও কার্য পরিচালনা।**—এই আইনের বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশন উহার সভা এবং উহার স্থায়ী কমিটি কিংবা অন্যান্য কমিটির সভার কার্যপদ্ধতি ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে; অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) বাজেটের প্রাক্কলন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক মতামত প্রদানের পর বাজেট সভায় অনুমোদিত হইবে;

(খ) ধারা ৫৯ এ বর্ণিত যে কোন চুক্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

৫৭। **সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ।**—(১) কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন কমিটির কার্যবিবরণীতে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং পরবর্তী সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ, যদি থাকে, উহা অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উক্ত কার্যবিবরণী একটি বাঁধাই করা বহিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) অনুমোদনের ১৪ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী কাউন্সিলরদের মধ্যে যথাসময়ে বিতরণ করিতে হইবে এবং যথাসম্ভব ওয়েবসাইটে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কার্যবিবরণীর অবিকল নকল নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে প্রদান করা যাইবে।

৫৮। **কার্যাবলী ও কার্যধারা বৈধকরণ।**—(১) কোন পদ শূন্য ছিল অথবা কর্পোরেশন গঠন প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি ছিল অথবা সভায় অংশগ্রহণ বা ভোটদানের যোগ্যতা ছিল না এইরূপ ব্যক্তি সভায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল, কেবলমাত্র এই কারণে সিটি কর্পোরেশনের কোন কার্য বা সভার কার্যবিবরণী বেআইনী হইবে না।

(২) এই আইনের অধীনে কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা সম্পর্কে কেবলমাত্র—

(ক) কর্পোরেশন বা উহার কোন কমিটিতে কোন পদ শূন্যতার কারণে; অথবা

(খ) কোন মামুলি ত্রুটি বা অনিয়মের কারণে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

(৩) কর্পোরেশন অথবা উহার কোন কমিটির সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইলে উক্ত সভা যথাযথভাবে আহবান করা হইয়াছে এবং পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯। **চুক্তি**।—(১) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি—

(ক) কর্পোরেশনের সভায় অনুমোদিত হইবার পর চূড়ান্ত করিতে হইবে; এবং

(খ) কর্পোরেশনের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চুক্তিটি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করিবেন।

৬০। **পূর্ত কাজ**।—সরকার বিধি দ্বারা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল পূর্ত কাজের পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের বিধান করিবে।

৬১। **নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।—কর্পোরেশন—

(ক) ইহার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) সরকার, সময় সময়, যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

৬২। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**।—(১) কর্পোরেশনের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(২) এই আইন ও বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মেয়রের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশের ভোটে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইলে সরকার তাহাকে তাহার পদ হইতে প্রত্যাহার করিবে।

৬৩। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বিশেষ ক্ষমতা**।—কোন দুর্ঘটনাবশতঃ বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কারণে অথবা অদৃষ্টপূর্ব কোন ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, কর্পোরেশনের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা জনজীবন বিপন্ন হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাথে সাথে উহা মেয়রকে জানাইবেন এবং যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যোগাযোগ সম্ভব না হইলে তিনি তাহার বিবেচনামতে উপযুক্ত ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ও তৎসম্পর্কে অবিলম্বে কর্পোরেশন কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং উক্ত প্রবিবেদনে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ এবং তজ্জন্য যদি খরচ হইয়া থাকে বা হইতে পারে তাহাও উল্লেখ করিবেন।

৬৪। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভা সম্পর্কিত অধিকার**।—(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশন বা উহার যে কোন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতির অনুমতিক্রমে কোন বিষয়ে বিবৃতি বা ব্যাখ্যা প্রদান এবং কোন বিষয়ের আইনগত অবস্থা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভোট দান বা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

(৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশনের সভার কার্যবিবরণী হেফাজতের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিবেন।

৬৫। **সচিব**।—(১) কর্পোরেশনের একজন সচিব থাকিবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(২) এই আইন ও বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে সচিব কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং নৈমিত্তিক প্রশাসন পরিচালনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সহায়তা করিবেন।

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে, কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সচিব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬৬। **কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।—কর্পোরেশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিবে।

৬৭। **শ্রমিক নিয়োজিত করা**।—কর্পোরেশন, বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তাৎক্ষণিক কোন জরুরী কার্য সম্পাদনের জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োজিত করিতে পারিবে।

৬৮। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী বদলী**।—সরকার কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের স্বার্থে কিংবা প্রশাসনিক প্রয়োজনে এক কর্পোরেশন হইতে অন্য কর্পোরেশনে বদলী করিতে পারিবে।

৬৯। **কর্পোরেশনের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের সম্পর্ক**।—(১) সরকার কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাচিত জন প্রতিনিধি এবং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা কর্পোরেশনে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন করিবে।

(২) কর্পোরেশনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা কর্পোরেশনে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পারস্পারিক সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং যে কোন প্রকার অশোভন আচরণ পরিহার করিবেন।

(৩) সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচরণ-বিধি বহির্ভূত যে কোন অভিযোগ তদন্ত করিতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় ভাগ
প্রথম অধ্যায়

কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৭০। **কর্পোরেশনের তহবিল**।—(১) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান;

(ঙ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হইতে প্রাপ্ত আয়;

(চ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত অর্থদণ্ডের অর্থ।

৭১। **তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন প্রকারে জমা রাখা হইবে।

(২) কর্পোরেশন উহার তহবিলের কোন অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশক্রমে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

৭২। **তহবিলের প্রয়োগ**।—তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(খ) এই আইনের অধীন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(গ) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা ন্যস্ত কর্পোরেশনের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঘোষিত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

৭৩। **তহবিলের উপর দায়।**—(১) তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সিটি কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রদেয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনার হিসাব নিরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(২) তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সেই ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত তহবিল হইতে যতদূর সম্ভব ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৭৪। **বাজেট মঞ্জুরী বহির্ভূত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাধা।**—কর্পোরেশনের চলতি বাজেটে কোন ব্যয় অনুমোদিত না থাকিলে এবং উহাতে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত না থাকিলে, উহা হইতে কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭৬ অনুযায়ী ব্যয়িত অর্থের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৭৫। **কর্পোরেশন তহবিল হইতে জনস্বার্থে অর্থ ব্যয়।**—(১) বিশেষ উদ্দেশ্যে সরকারের অর্থ বরাদ্দের প্রেক্ষিতে, মেয়র, জনস্বার্থে যে কোন জরুরী কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন; এবং তিনি কর্পোরেশনের নিয়মিত কার্যে কোন প্রকার বাঁধার সৃষ্টি না করিয়া, যতদূর সম্ভব, উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কর্পোরেশনের তহবিল হইতে ব্যয় করিতে পারিবেন।

(২) অনুরূপভাবে সম্পাদিত কার্যের খরচ সরকার বহন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ কর্পোরেশন তহবিলে জমা হইবে।

(৩) মেয়র এই ধারার অধীন গৃহীত যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্পোরেশনকে অবহিত করিবেন।

(৪) সরকার কোন কর্পোরেশন এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার দায়িত্ব পালনার্থে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করিলে উক্তরূপ প্রতিষ্ঠিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিকভাবে কার্য পরিচালনার জন্য কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৭৬। **বাজেট**।—(১) কর্পোরেশন প্রতি বৎসর পহেলা জুনের পূর্বে উহার পরবর্তী আসন্ন অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও অনুমোদন করিবে, যাহা অতঃপর বাজেট বলিয়া অভিহিত হইবে, এবং কর্পোরেশন উহার একটি প্রতিলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কর্পোরেশন পহেলা জুনের পূর্বে উহা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি উহার বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন না করে, তাহা হইলে সরকার প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করাইতে পারিবে, এবং অনুরূপভাবে প্রত্যয়িত বিবরণ কর্পোরেশনের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বাজেটের প্রতিলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে আদেশ দ্বারা উহা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে পরিবর্তিত বাজেট কর্পোরেশনের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে উক্ত বৎসরের জন্য যে কোন সময়ে সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করা যাইবে, এবং উক্ত সংশোধিত বাজেট, যথাসম্ভব, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে হইবে।

৭৭। **হিসাব**।—(১) কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে একটি বার্ষিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে ও উহা পরবর্তী অর্থ বৎসরের **৩১** ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত ছকে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কর্পোরেশন উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উহার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাংগাইয়া দিবে এবং উক্ত বিষয়ে জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনা করিবে।

৭৮। **হিসাব নিরীক্ষা**।—(১) কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষিত হইবে।

(২) সরকার, নিরীক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থাপনার বিধি প্রণয়ন করিবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সময়সীমা;

(খ) হিসাবপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি বা অনিয়ম;

(গ) অর্থ বা সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি বা অপচয়;

(ঘ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমাসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়াবলী;

(ঙ) অবৈধভাবে অর্থ প্রদানকারী বা অর্থ প্রদান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ;

(চ) হিসাবপত্রের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা;

(ছ) হিসাবপত্রের বিশেষ নিরীক্ষা।

(৩) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ কর্পোরেশনের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে মেয়র, যেকোন কাউন্সিলর বা কর্পোরেশনের যেকোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৪) হিসাব নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;

(খ) কর্পোরেশনের তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;

(গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৭৯। **ঋণ**।—(১) কর্পোরেশন,সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইন, Local Authorities Loans Act, 1914 (Act No. IX of 1914) এবং আপাততঃ বলবৎ বিধি, প্রবিধান বা অন্য কোন বিধি-বিধান সাপেক্ষে, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিস্তিতে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন উপ-ধারা (১) এর অধীন সংগৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য স্বীয় উদ্যোগে বা সরকারের নির্দেশক্রমে পৃথক তহবিল গঠন ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট কোন খাতের আয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট রাখিতে এবং প্রয়োগ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮০। **কর্পোরেশনের সম্পত্তি**।—(১) সরকার বিধি দ্বারা—

(ক) কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(গ) এই আইন কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন—

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে;

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের অনুমোদনক্রমে, কর্পোরেশনের সীমানার বাহিরেও সম্পত্তি অর্জনের আবশ্যক হইলে কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, কোন কর্পোরেশনকে উহার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত কোন সরকারি সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবে ও ঐরূপ সম্পত্তি উক্ত কর্পোরেশনে বর্তাইবে এবং তদনুসারে উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

(৪) কর্পোরেশন যথাযথ জরিপের মাধ্যমে উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সম্পত্তির বিবরণাদি প্রস্তুত করিয়া প্রতি বৎসর হালনাগাদ করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সম্পদের বিবরণী, মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া উহার একটি প্রতিলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) এই আইন বা বিধির দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি উপেক্ষা বা লংঘন করিয়া যদি সম্পত্তি অর্জন, দখল ও নিষ্পত্তি করা হয়, তাহা হইলে উহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আইনতঃ দায়ী থাকিবে।

৮১। **কর্পোরেশনের নিকট দায়।**—মেয়র বা কাউন্সিলর বা কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা কর্পোরেশনের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের কারণে কর্পোরেশনের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে, তিনি উহার জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে, সেই পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে তাহার নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্পোরেশনের করারোপ

৮২। **কর আরোপ।**—কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে।

৮৩। **প্রজ্ঞাপন ও কর বলবৎকরণ।**—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত সমুদয় কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে তাহা প্রাক-প্রকাশনা সাপেক্ষ হইবে।

(২) কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস উহার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে তারিখ হইতে কার্যকর হইবে বলিয়া নির্দেশ দিবে সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৮৪। **আদর্শ কর তফসিল।**—সরকার, আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিবে এবং সিটি কর্পোরেশন, কর, উপ-কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের ক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রণীত আদর্শ কর তফসিল নমুনা হিসাবে অনুসরণ করিবে।

৮৫। **কর আরোপের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী।**—(১) সরকার, কর্পোরেশনকে—

(ক) আরোপণীয় যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস আরোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীনে আরোপিত কোন কর ইত্যাদি হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(গ) দফা (ক) এর অধীনে আরোপিত কোন কর ইত্যাদি হইতে কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে অব্যাহতি দিতে অথবা উহা স্থগিত রাখিতে বা প্রত্যাহার করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালন করা না হইলে, সরকার স্বয়ং, আদেশ দ্বারা, উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর করিতে পারিবে।

৮৬। **কর সংক্রান্ত দায়।**—(১) কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, উপ-কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কিনা উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে কর্পোরেশন নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিসপত্র দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের যে কোন কর্মকর্তা, যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর কোন কর ইত্যাদি আরোপযোগ্য কি না উহা যাচাই করিবার জন্য যে কোন ইমারত বা স্থানে প্রবেশ করিতে এবং যে কোন জিনিসপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৮৭। **কর সংগ্রহ ও আদায়।**—(১) এই আইনের অধীনে আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হইবে।

(২) এই আইনের অধীনে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল এবং ফিস ও অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৮৮। **কর নিরূপণের বিরুদ্ধে আপত্তি।**—এই আইনের অধীনে ধার্য কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উত্থাপন করিতে হইবে।

৮৯। **বেতনাদি হইতে কর কর্তন।**—কর্পোরেশন যদি কোন কর্ম বা বৃত্তির উপর কর আরোপ করে তাহা হইলে যে ব্যক্তি কর প্রদানের জন্য দায়ী সেই ব্যক্তির প্রাপ্য বেতন বা মঞ্জুরী হইতে উক্ত কর কর্তনের জন্য কর্পোরেশন তাহার নিয়োগকর্তাকে জানাইতে পারিবে এবং অনুরূপ অনুরোধ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা কর্পোরেশনের প্রাপ্য কর উক্ত ব্যক্তির বেতন বা মঞ্জুরী হইতে কর্তন করিবেন এবং তহবিলে জমা দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কর্তনকৃত অর্থ কোন ক্রমেই উক্ত ব্যক্তির বেতন বা মঞ্জুরীর পঁচিশ শতাংশের অধিক হইবে না।

৯০। **কর, ইত্যাদি আরোপণ পদ্ধতি**।—(১) কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) করদাতাগণের বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা এবং কর নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য দায়িত্বসম্পন্ন কর্মকর্তাগণের বা অন্যান্য এজেন্সীর কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিধান করা যাইবে।

চতুর্থ ভাগ
প্রথম অধ্যায়

কর্পোরেশন পরিচালনা প্রতিবেদন

৯১। **কর্পোরেশনের বার্ষিক পরিচালনা প্রতিবেদন**।—(১) প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে কর্পোরেশন নির্ধারিত ফরমে পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত উহার কার্যাবলীর উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে উল্লিখিত প্রতিবেদনের প্রতিলিপি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে বিক্রয়ের জন্য রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অপরাধ ও দণ্ড

৯২। **অপরাধ**।—পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৯৩। **দণ্ড**।—এই আইনের অধীন যে সকল অপরাধের জন্য কোন দণ্ডের উল্লেখ উহাতে স্পষ্টভাবে নাই, তজ্জন্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে, এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে।

৯৪। **অভিযোগ প্রত্যাহার**।—মেয়রের অনুমোদনক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৯৫। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।—প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বা কর্পোরেশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৯৬। **পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে মেয়র ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে।

পঞ্চম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

কর্পোরেশন সংক্রান্ত সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী

৯৭। **নথিপত্র, ইত্যাদি তলব**।—সরকার, যে কোন সময় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট হইতে কোন নথিপত্র, চিঠিপত্র, পরিকল্পনা, দলিলপত্র, বিবরণ, বিবৃতি, পরিসংখ্যান, হিসাব এবং অন্য কোন তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯৮। **পরিদর্শন**।—সরকার, কর্পোরেশনের যে কোন কার্যালয় বা অফিস বা উহার যে কোন কার্য বা সম্পত্তি পরিদর্শন বা পরীক্ষার জন্য এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য যে কোন কর্মকর্তাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদানপূর্বক প্রেরণ করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন বা উহার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত উক্ত কর্মকর্তার চাহিদা মাফিক যুক্তিসঙ্গত সময়ে কর্পোরেশনের যে কোন অঙ্গন বা সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার বা উহা পরিদর্শন করিবার এবং যে কোন নথিপত্র, হিসাব-নিকাশ, দলিল-দস্তাবেজ বা অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৯৯। **প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ**।—ধারা ৯৭ এর অধীনে প্রাপ্ত কোন কিছু এবং ধারা ৯৮ এর অধীনে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার যদি মনে করে যে—

(ক) কোন কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্য বে-আইনী বা নিয়ম বহির্ভূত বা ত্রুটিপূর্ণভাবে, অদক্ষভাবে, অপর্যাপ্তভাবে বা অনুপযুক্তভাবে পালন করা হইয়াছে, বা উহার উপর অর্পিত কোন দায়িত্ব পালন করা হয় নাই; অথবা

(খ) কোন কর্পোরেশনের দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করা হয় নাই—

তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা কর্পোরেশনকে উক্ত কার্য হইতে বিরত থাকিবার বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের সন্তুষ্টি মোতাবেক উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন বা উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং কর্পোরেশন উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের বিবেচনায় যদি উক্তরূপ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করিবার প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে, সরকার উক্তরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে আদেশটি কেন দেয়া হইবেনা তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনকে সুযোগ দিবে।

১০০। **ধারা ৯৯ এর অধীনে আদেশ কার্যকরীকরণ**।—ধারা ৯৯ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত আদেশে উল্লিখিত কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা না হইলে সরকার অনুরূপ কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং তহবিল হইতে এই বাবদ সকল ব্যয় নির্বাহের নির্দেশ দিতে পারিবে।

১০১। **বে-আইনী কার্যক্রম বাতিল**।—সরকার কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রম এই আইন বা বিধি বা প্রবিধান বা অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করিলে অনুরূপ বিষয়ে কর্পোরেশনকে যথাযথ কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদানপূর্বক, আদেশ দ্বারা উক্ত কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে এবং উক্ত কার্যক্রম উক্ত আইন বা অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১০২। **কর্পোরেশনের কোন বিশেষ বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ**।—(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্নের পর, সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কর্পোরেশন উহার কোন বিশেষ বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে অক্ষম, তাহা হইলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা উক্ত বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের উপর কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব, উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থগিতকরণের পর সরকার, উক্ত বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার নিজে গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, উহার পরিচালনার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং কর্পোরেশনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তহবিলের হেফাজতকারী ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১০৩। **কর্পোরেশনের রেকর্ড ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা**।—(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত যে কোন সরকারি কর্মকর্তা কর্পোরেশনকে নিম্নরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) কর্পোরেশনের হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন রেকর্ড, রেজিস্টার বা অন্যান্য নথিপত্র উপস্থাপন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে এ সকল রেকর্ড, রেজিস্টার বা নথিপত্রের ফটোকপি রাখিয়া মূলকপি নব্বই দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনে ফেরত দিতে হইবে;

(খ) যে কোন রিটার্ন প্লান, প্রাক্কলন, আয়-ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি দাখিল;

(গ) কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সরবরাহ;

(ঘ) কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হিসাবে কোন দাবি পরিত্যাগ বা কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়ার পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ।

(২) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন সরকারি কর্মকর্তা যে কোন কর্পোরেশন এবং কর্পোরেশনের নথিপত্র, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ যে কোন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৩) প্রত্যেক কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০৪। **কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন**।—সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং তৎকর্তৃক মনোনীত কারিগরি কর্মকর্তাগণ কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উক্ত বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও নথিপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

১০৫। **সরকারের দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা**।—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া যে কোন সিটি কর্পোরেশনকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন, কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং সিটি কর্পোরেশন বাধ্যতামূলকভাবে উক্তরূপ দিক-নিদের্শনা অনুসরণ করিবে।

(২) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোনরূপ আর্থিক অনিয়ম বা কর্পোরেশনের অন্য কোন অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক বা একাধিক সরকারি কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন উক্ত তদন্ত কার্য পরিচালনায় সহযোগিতা করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তদন্ত সম্পাদনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তি, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০৬। **কর্পোরেশনের কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ**।—যদি সরকারের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন বা সরকারের অন্য কোন আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১০৭। **কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত, কার্যবিবরণী, ইত্যাদি বাতিল বা স্থগিতকরণ**।—(১) সরকার স্বয়ং অথবা কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের যে কোন কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে, যদি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী—

(ক) আইন সংগতভাবে গৃহীত না হইয়া থাকে;

(খ) এই আইন বা অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের পরিপন্থী বা অপব্যবহারমূলক হইয়া থাকে;

(গ) মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির সম্মুখীন অথবা দাঙ্গা বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করে।

১০৮। **কর্পোরেশনের গঠন বাতিল ও পুনঃনির্বাচন**।—(১) সরকার সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনকে এই মর্মে যুক্তিসংগত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক, নিম্নবর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করিয়া কোন কর্পোরেশনকে দায়ী মর্মে অভিমত পোষণ করিলে, সরকারি গেজেটে আদেশ প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত কর্পোরেশনের গঠনকে বাতিল করিতে পারিবে, যথা ঃ—

সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন—

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইতেছে; অথবা

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ; অথবা

(গ) সাধারণতঃ জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করিতেছে; অথবা

(ঘ) উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে; অথবা

(ঙ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে, তৎকর্তৃক আরোপিত বাৎসরিক কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফি এবং অন্যান্য চার্জ এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ, আদায়ে ব্যর্থ হইয়াছে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে—

(ক) মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ তাহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে কর্পোরেশনের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক পালন করিবেন;

(গ) উক্ত সময়ে কর্পোরেশনের সকল তহবিল ও সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে; এবং

(ঘ) এই আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) (গ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

১০৯। **স্থায়ী আদেশ।**—সময় সময় জারিকৃত স্থায়ী আদেশ দ্বারা, সরকার—

(ক) কর্পোরেশনের সঙ্গে অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(খ) কর্পোরেশন এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে; এবং

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্পোরেশন কর্তৃক অনুসরণীয় সাধারণ দিক-নির্দেশনার বিধান করিতে পারিবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার

১১০। **তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার।**—(১) যে কোন নাগরিকের কর্পোরেশন সংক্রান্ত যে কোন তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, জনস্বার্থে এবং স্থানীয় প্রশাসনিক নিরাপত্তার স্বার্থে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে কোনো রেকর্ড বা নথিপত্র সংরক্ষিত রেকর্ড হিসাবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবে ও কোনো নাগরিকের উক্তরূপ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রেকর্ড ও নথিপত্রের তথ্যাদি জানিবার অধিকার থাকিবে না এবং কর্পোরেশন এইরূপ রেকর্ড প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে কোন আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কর্পোরেশনকে নাগরিকগণের নিকট সরবরাহযোগ্য কর্পোরেশন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি তালিকা প্রকাশের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি, ইত্যাদি বিষয়ে কর্পোরেশন প্রবিধান করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ

১১১। **টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে বা তৎপর কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাইবে না।

(২) কর্পোরেশন এলাকায় বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার নিবন্ধনের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফিস জমা দিয়া মেয়র বরাবরে আবেদন করিতে হইবে এবং মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তা, প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইলে কর্পোরেশনের সভার অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টারকে নিবন্ধন করিবেন এবং, ক্ষেত্রবিশেষে, উহাদের মাসিক টিউটোরিয়াল বা কোচিং ফিস ধার্য করিয়া দিবেন।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে যে সকল টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু থাকিবে সেই সকল প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমাতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১২। **প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে বা তৎপর কর্পোরেশনের এলাকায় কর্পোরেশনের নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি-বিধান বা আদেশ অনুসরণপূর্বক কর্পোরেশন, কর্পোরেশনের এলাকায় কোন প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার, ইত্যাদি নিবন্ধন করিবে এবং নিবন্ধন ফিস আদায় করিতে পারিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার সময় যে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি চালু থাকিবে সেই সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বাবদ কোন নিবন্ধন ফিস আদায় করা যাইবে না।

১১৩। **নিবন্ধিকরণে ব্যর্থতার দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি কর্পোরেশনের নিবন্ধন ব্যতীত কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল বা প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের নিবন্ধন বাতিল করিবার পরও তাহা পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থদণ্ড আরোপের তারিখের পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল পরিচালনা বন্ধ না করিলে প্রতিদিনের জন্য পাঁচশত টাকা হারে অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং কর্পোরেশন সুবিধাভোগী জনগণকে অবগতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে।

১১৪। **কর্পোরেশনের অধীন নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক নবায়ন**।—কর্পোরেশন উহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিবন্ধিত ও পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ক্লিনিক, ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার, ইত্যাদি প্রত্যেক বৎসর কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত ফিস জমা প্রদানপূর্বক নবায়ন করিবে।

১১৫। **পুনঃনিবন্ধিকরণ**।—এই আইনের অধীন কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদির নিবন্ধন বাতিল হইয়া উহা ধারা ১১৩ অনুযায়ী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে অর্থদণ্ড প্রদানের ছয় মাসের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডসহ, কারণ উল্লেখপূর্বক, পুনঃনিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত আবেদন তদন্তপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ ভাগ
প্রথম অধ্যায়
বিবিধ

১১৬। **আপিল**।—এই আইন, বিধি বা প্রবিধান অনুসারে প্রদত্ত কর্পোরেশন, উহার মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন; এবং এই আপিলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১১৭। **ক্ষমতা অর্পণ**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির অধীনে উহার যে কোন ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনার বা উহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার যে কোন কার্য উহার যে কোন স্থায়ী কমিটিকে বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) কোন স্থায়ী কমিটি, কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদক্রমে, উপ-ধারা (২) এর অধীন উহার উপর অর্পিত কার্য ছাড়া, তাহার যে কোন কার্য কর্পোরেশনের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১১৮। **প্রকাশ্য রেকর্ড**।—এই আইনের অধীনে প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার, সাক্ষ্য আইন (Evidence Act, 1872) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) বলিয়া গণ্য হইবে।

১১৯। **মেয়র, কাউন্সিলর, ইত্যাদি জনসেবক**।—মেয়র, প্রত্যেক কাউন্সিলর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সিটি কর্পোরেশনের কার্য সম্পাদনের জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি দণ্ড বিধি (Penal Code, 1860) এর ধারা ২১ এ যে অর্থে জনসেবক (Public servant) অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) সরকার দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(খ) নির্বাচন কমিশন, মেয়র ও কাউন্সিলরের নির্বাচন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আচরণ, নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ, উক্তরূপ অপরাধের দণ্ড, প্রয়োগ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের যে কোন অথবা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সেই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১২১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে।

১২২। **উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) কর্পোরেশন, সরকারের নির্দেশক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া অনুরূপ উপ-আইনে অষ্টম তফসিলে বর্ণিত যে কোন অথবা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয়ে ইহা প্রাসঙ্গিক ও পরিপূর্বক সে সকল বিষয়ে বিধান করা যাইবে।

১২৩। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।**—এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, কর্পোরেশন বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১২৪। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই আইনের বিধানাক্ষলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশন গঠিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর উক্তরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

১২৫। **আইনের ইংরেজী পাঠ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) হইবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXV of 1982);

(খ) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of 1983);

(গ) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXII of 1984);

(ঘ) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইন);

(ঙ) সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১০ নং আইন); এবং

(চ) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর একত্রে বিলুপ্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) বিলুপ্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর—

(ক) বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনসমূহ এই আইনের অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) বিদ্যমান সিটি কর্পোরেশনসমূহের কমিশনারগণ 'কাউন্সিলর' হিসাবে অভিহিত হইবেন।

(৩) বিলুপ্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন, এই আইনের অধীন প্রণীত যথাক্রমে বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের অধীন জারীকৃত সকল আদেশ, প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এবং প্রদত্ত সকল লাইসেন্স, অনুমতি, আরোপিত কর, চুক্তি, ইত্যাদি এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারিকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে কার্যকরতা লোপ পাওয়া স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম তফসিল

[ধারা ৩(২) দ্রষ্টব্য]

সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ভৌগোলিক এলাকা

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

পূর্ব

সীমা নির্ধারণী রেখাটি টানা হইয়াছে বুড়িগংগা নদী হইতে ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপের প্লট নং ১৭৮-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, যা জুরাইন মৌজা জে, এল নং ৩৩৭-এ অবস্থিত, সেখান হইতে পূর্ব দিকে এবং তৎপর উত্তর দিকে প্রসারিত হইয়া যাত্রাবাড়ী মৌজার জে, এল, নং ৩৩৯-এর পশ্চিম সীমান্ত রেখার সঙ্গে মিলিত হয়, অতঃপর উত্তর দিকে যাত্রাবাড়ী মৌজার জে, এল, নং ৩৩৯-এর পূর্ব সীমান্ত রেখার পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া ব্রাক্ষণ চিরন মৌজার জে, এল, নং ৩৪২-এর সঙ্গে মিলিত হয়, অতঃপর ব্রাক্ষণ চিরন মৌজার জে, এল, নং ৩৪২-এর পূর্ব সীমান্ত রেখার বরাবর উত্তর দিকে যাইয়া রাজারবাগ মৌজার জে, এল, নং ২৮৬-এর পূর্ব সীমান্ত রেখার সঙ্গে মিলিত হয়, তারপর উত্তর দিকে, এবং পুনরায় পূর্ব দিকে, এবং তৎপর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহা মিলিত হয় নিম্নলিখিত মৌজার সংযুক্তির (জাংশনের) সঙ্গে ঃ

রাজারবাগ মৌজার জে, এল, নং ২৮৬, গোরান মৌজার জে, এল, নং ২৮৮ এবং রাজারবাগ মৌজার জে, এল, নং ২৮৬-এর ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপের প্লট নং ৭৮৪-এর উত্তর-পূর্ব কোণ, অতঃপর উত্তর দিকে গোরান মৌজার জে, এল, নং ২৮৮-এর পূর্ব সীমান্ত বরাবর, তারপর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহা মিলিত হয় মেরাদিয়া মৌজার জে, এল, নং ২৮৯-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত, তারপর উত্তর দিকে মেরাদিয়া মৌজার জে, এল, নং ২৮৯-এর পূর্ব সীমান্ত রেখা বরাবর, তারপর পশ্চিম দিকে যাইয়া তাহা মিলিত হয় নিম্নলিখিত মৌজার সংযুক্তির (জাংশনের) সঙ্গে ঃ

উলন মৌজা জে, এল, নং ২৯০, এবং উলন মৌজা জে, এল, নং ২৯০-এর জরিপ প্লট নং ৮০২-এর উত্তর-পূর্ব কোণ, অতঃপর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তাহা মিলিত হয় মৌজা বাড্ডার জে, এল, নং ২৯১-এর ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপের প্লট নং ১২৮১, তারপর উত্তর দিকে নিম্নলিখিত ক্যাডাষ্ট্রাল জরিপের প্লটসমূহের পূর্ব সীমান্ত রেখা বরাবর ঃ

১২৬০, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৪৩, ১২৪১, ১২৪০, ১২৩৯, ১২৩৬, ১২৯৪, ১১৯৮, ১২০০, ১২১৬, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১০০৪, ১২০৫, ১০১০, ১০১১, ১০১৩, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৯, ১০২০, ৯৩৪, ৯৮৩, ৭৯১, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৮০৪, ৮০৫, ৬৭২, ৬৬৮, ৬৬৫, ৬৬৪, ১২৬, ১৩৬, ১৩৫, ৩৪৬, ৩৪৫, ৩৩৬, ৩৩৫, ১৫৫, ১৫২, ১৫৩, ১৭২, ১৭৪, ১৯১, ১৯২, প্লট নং ১৯৩-এর অংশ এবং প্লট নং ২০,২১, ২২ ও ২৩-এর পূর্ব সীমান্ত রেখা, প্লট নং ১৮-এর পশ্চিমাংশ, এবং পরে বাড্ডা মৌজার জে, এল, নং ২৯১-এর প্লট নং ১৬-এর পূর্ব সীমান্ত রেখা যাহা প্রসারিত হইয়া মিলিত হয় মৌজা ভাটারার জে, এল নং ২৯৪-এর সঙ্গে, অতঃপর উত্তর দিকে মৌজা ভাটারার জে, এল, নং ২৯৪-এর প্লট নং ১০৭১-এর পূর্ব সীমান্ত রেখা বরাবর এবং পরে উত্তর দিকে নিম্নলিখিত প্লটসমূহের পূর্ব সীমান্ত বরাবর ঃ

১০৫২, ১০৪৯, ৯৫৮, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৭ এবং তৎপর প্লট নং ১০৩৯-এর মধ্যাংশ বরাবর এবং পরে নিম্নলিখিত প্লটসমূহের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর ঃ

৯৬৯, ৯৭৩, ৯৬৫, ৯৭৭, ৯৮১, ৯৮৬, ৯৯০, ৯৮৯, ২৮৭৫, ২৮৭৬, ১০০৩, ৭২৭, ৭৩০, ৭৩২, ৭৩৭, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৬২, ৭৫৪, ৭৫৭, এবং নিম্নলিখিত প্লটসমূহের পশ্চিম অংশ ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৭৩, এবং নিম্নলিখিত প্লটসমূহের পূর্ব সীমান্ত ঃ

৩৭২, ৩৬৭, ৩৬৫, ৩৬৪, ৩৪১ এবং প্লট নং ৩২৩-এর পশ্চিম অংশ এবং মৌজা ভাটারার জে, এল, নং ২৯৪-এর নিম্নলিখিত প্লটসমূহের পূর্ব সীমান্ত ঃ

৩৩১, ৩২৭, ৩২৬, ৩১৭ এবং পরে উত্তর দিকে মৌজা ভাটারার জে, এল, নং ২৯৪-এর পূর্ব সীমান্ত বরাবর প্রসারিত হইয়া তাহা মিলিত হয় মৌজা ভাটারার জে, এল, নং ২৯৪-এর ৩২ নং প্লটের উত্তর-পূর্ব কোণের সঙ্গে।

গুলশান থানা ভাটারা মৌজার জে, এল নং ২৯৪-এর সি, এস দাস নং ৮২-৯১, ১৫৭-৩০৮, ৩১৫-৩১৯, ৩২৪-৩২৬, ৭৭০-৭৭৫, ৭৭৬-৭৭৮, ৭৭৯-৭৮১, ৭৮২-৭৯৯, ৮৮২-৮৮৪, ৯২৩-৯২৯, ৯৬৮, ১০০৯, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০২৪, ১০২৫, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০১০, ১০১১, ১০১৯ এবং সামাইড় মৌজার জে, এল নং ২৭২-এর সি, এস, দাগ নং ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২৪-২২৭, ৩১৬-৩২০, ৩২২, ৩২৪, ৩২৯-৩৩২ এবং ভোলা মৌজার জে, এল নং ২৭৭ এর সি, এস দাগ নং ৪০-৫০, ৫৪, ৫৫ ও ৫৬।

উত্তর

মৌজা ভাটারার জে, এল নং ২৯৪ (ও এস প্লট নং ৩২)-এর উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে আঁকা সীমান্তরেখা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মিলিত হইয়াছে মৌজা শামায়ের জে, এল নং ২৭২-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত, তারপর অগ্রসর হইয়া পশ্চিম দিকে মিলিত হইয়াছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উত্তর পশ্চিম কোণের সহিত, তারপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

শামাইর মৌজার পশ্চিম সীমানায় জে, এল নং ২৭২, ভোলা মৌজার পশ্চিম সীমানায় জে, এল নং ২৭৭ এবং কারাইল মৌজার পশ্চিম সীমানায় জে, এল নং ২৭৬, মহাখালী মৌজার উত্তর-পূর্ব কোণা জে, এল নং ২৭৫-এর সহিত মিলিত হয়, তারপর পশ্চিম দিকে রেললাইন পর্যন্ত এবং তারপর দক্ষিণে রেললাইনসহ মহাখালী মৌজার জে, এল নং ২৭৫-এর সি, এস প্লট নং ৯৭-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে প্রসারিত হইয়া রেললাইনসহ তারপর ইহা ক্যান্টনমেন্ট সীমানা পিলার নং ১০-এর সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়া সি, এস প্লট নং ৭৬-এর সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া ইহা সি, এস প্লট নং ৭১-এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া সি, এস প্লট নং ৮৪-এর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া মহাখালী মৌজার জে, এল নং ২৭৫ সি এস প্লট নং ৮৫-এর উত্তর-পশ্চিম এবং সি, এস প্লট নং ৩৯-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর তেজকুনি পাড়া মৌজার সি, এস প্লট নং ৯৩৪ উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৯৩৪-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১০৪-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১০৩ উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর ইহা সি, এস প্লট নং ১০১-এর

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা তেজকুনি পাড়া মৌজা'র সি, এস প্লট নং ১-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ২-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৪-এর পশ্চিম সীমানায় মিলিত হইয়াছে, তারপর ইহা সি, এস প্লট নং ১০-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১১-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১৫-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১৫-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১৫-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৩১-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৮-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৭-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৮৫-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৩৬-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৮৪-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৭৯-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৩৭-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৩৮-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৩৯-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৪২-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৪৬-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৪৮-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৫৬-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৫১-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৫২-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ১৫৯-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে ইহা কাফরুল মৌজার সি, এস প্লট নং ৯৩৯-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৩৪৯-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে ইহা সি, এস প্লট নং ৩৩৬-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে এরপর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ইহা সি, এস প্লট নং ৩৩৬-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর সি, এস প্লট নং ৩২৮-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমানার দিকে অগ্রসর হইয়া ইহা সি, এস প্লট নং ২০০-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, এবং দক্ষিণ দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানাসহ ইহা কাফরুল মৌজা জে, এল নং ২৬৮-এর সি, এস প্লট নং ৭৭৬-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে ইহা মৌজা কাফরুল জে, এল নং ২৬৮-এর সি, এস প্লট নং ৫৩-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর ইহা মৌজা কাফরুল এর সি, এস প্লট নং ২-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, তারপর অগ্রসর হইতে থাকে পূর্ব দিকে। মৌজা সেনপাড়া পর্বতা জে, এল নং ২২০-এর সি, এস প্লট নং ১০৬৬-এর পশ্চিম কোণের বরাবর, অতঃপর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া মৌজা ইব্রাহীমপুর-এর জে, এল নং ২৬৯-এর সি, এস প্লট নং ২৩০-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া অতঃপর দক্ষিণ দিকে যাইয়া মৌজা ইব্রাহীমপুর-এর জে, এল নং ২৬৯-এর সি, এস প্লট নং ৩২৮-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট

নং ৩২৪-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া মৌজা ইব্রাহীমপুর-এর জে, এল নং ২৬৯-এর সি, এস প্লট নং ২৮৮-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া মৌজা লালাসারী-এর জে, এল নং ২৭৩-এর সি, এস প্লট নং ১৪৫-এর দক্ষিণ কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া মৌজা লালাসারী-এর জে, এল নং ২৭৩-এর সি, এস প্লট নং ৪৭-এর উত্তর-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের এলাকা বরাবর অগ্রসর হইয়া মৌজা জোয়ার সাহারার জে, এল প্লট নং ২৭২-এর সি, এস প্লট নং ৯৫৬-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে,অতঃপর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৯৯৮-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৪৫৬-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর উত্তর দিকে (সি, এস প্লট নং ২৭২-এর এলাকা বাদ দিয়া) সি, এস প্লট নং ৮৫-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৭৯-এর উত্তর-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৭৮-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৭৩-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিম দিকে সি, এস প্লট নং ২৭৩-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৭৫-এ উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৬৭-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিম দিকে ও পরে দক্ষিণ দিকে এবং পরে পশ্চিম দিকে এবং পরে দক্ষিণে-পশ্চিম দিকে ও পরে উত্তরে অগ্রসর হইয়া বাউনিয়া মৌজার জে, এল নং ২১১-এর সি, এস প্লট নং ৩৪৩৫-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে সি, এস প্লট নং ১৬৪৭-এর উত্তর-পূর্বকোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, তারপর পশ্চিম দিকে সি, এস প্লট নং ১৬০১-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে বাউনিয়া মৌজার জে, এল নং ২১১-এর সি, এস প্লট নং ২৩৪৬-এর উত্তর-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর অগ্রসর হইয়া পশ্চিম দিকে সি, এস প্লট নং ৩৪১৭-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৩০৩৫-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিম দিকে বাউনিয়া মৌজার জে, এল নং ২১১-এর সি, এস প্লট নং ৩১১০-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে চাকুলি মৌজার জে, এল নং ৩১৪-এর সি, এস প্লট নং ৫-এর উত্তর-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর চাকুলি মৌজার জে, এল নং ২১৪-এর উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া পশ্চিম দিকে যাইয়া মৌজা মারুল জে, এল নং ২১৫-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে যাইয়া মৌজা দিগুন জে, এল নং ২১৬-এর উত্তর-পূর্ব কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিম দিকে মিলিত হইয়াছে তুরাগ নদীর সাথে।

উত্তরা থানার আব্দুল্লাপুর মৌজার জে, এল নং ২০০-এর সি, এস দাগ নং ১, ৪, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৪, ২২, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৪৩, ৪৫, ৬৩, ৬৫-৮১, ৮৩-৮৬, ৮৮-৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১২৭-১৩৩, ১৩৭-১৪৬, ১৭৭-১৯০, ১৯২, ১৯৫-২০১, ২০৩, ২০৫ এবং পুরাকৈর মৌজার জে, এল নং ১৯৭-এর সি, এস দাগ নং ১-৩৫, ৩০২/৩০৪, ৩০২/৩০৫ এবং শৈলপুর মৌজার জে, এল নং ১৯৮-এর সি, এস দাগ নং ১১১-১২৮, ১৩০-১৩৩, ১৩৫-১৩৯, ১৪১-১৪৭ এবং দক্ষিণখান মৌজার জে, এল নং ১৯৩ এর সি, এস দাগ নং ১-২৪, ২৬-৬০, ৪০/৫১৯,৪০/৫২০, ৪৯/৫২১ এবং ফায়দাবাদ মৌজার জে, এল নং ১৯৯-এর সি, এস দাগ নং ৫৪৪-৬৪১, ৬৪৩-৬৫৯, ৬৭৭-৬৯৯, ৭০১-৭৮১,

৭৮৪-৭৯৩, ৭৯৫-১০৩০, ১০৩৬-১১৪০, ১১৪২, ১১৪৮-১১৬৩, ১১৯০-১২১৬, ১২১৮-১২৪৭, ১২৫৪-১২৫৬, ১২৬৫-১২৬৭, ১২৬৮, ১৩১১-১৩১৩, ১৩১৫-১৩১৭, ১৩২২-১৩৩০, এবং বাউনিয়া মৌজার জে, এল নং ২১১-এর সি, এস দাগ নং ১২৫৮, ১২৫৯, ১২৬১, ১২৬৪, ১২৭৪-১২৮৩, ১২৮৭-১৩০৮, ১৩১০-১৩২৭, ১৩৩৯-১৪২৩ এবং রানাভোলা মৌজার জে, এল নং ২০২-এর সি, এস দাগ নং ১২-১৮, ২১, ২৫, ৩০-৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪১-৪৩, ৪৫-৪৯, ৭০-৭৬, ৭৮, ৮৭, ৯৫-১১৫, ২০৯-২৩১, ২৩৫-২৩৭, ২৩৯, ২৪০ এবং রসাদিয়া মৌজার জে, এল নং ২০৩-এর সি, এস দাগ নং ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ এবং মাসুমপুর মৌজার জে, এল নং ১২৯-এর সি, এস দাগ নং ১-৪, ৬-১০, ১৯, ৪৯৯।

পশ্চিম

মৌজা দিগুনের জে, এল নং ২১৬ (তুরাগ নদীর তীরে)-এর উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে আঁকা সীমান্ত রেখা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত গ্রানচাট বাড়ি মৌজার জে, এল নং ২১৮-এর সীমান্তরেখার সহিত মিলিত হইয়াছে, পরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তুরাগ নদীর পূর্ব তীর বরাবর অর্থাৎ নিম্নলিখিত মৌজাসমূহের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর ঃ

মৌজা নওয়াবার বাগ জে, এল নং ২৩৩, মৌজা বিশিল জে, এল নং ২২৪, মৌজা দিয়া বাড়ি জে, এল নং ২২৫, মৌজা জহুরাবাদ জে, এল নং ২২৬, মৌজা পশ্চিম কান্দার জে, এল নং ২২৮, মৌজা বসু পাড়া জে, এল নং ২৩২, মৌজা আনান্দার বাগ জে, এল নং ২৩০ যাহা মিলিত হইয়াছে মিরপুর ব্রিজের পূর্ব দিকে, পরে দক্ষিণ দিকে যাইয়া মিরপুর মৌজার জে, এল নং ২৩৪-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর মিলিত হইয়াছে তুরাগ নদীর তীরস্থিত মৌজা রামচন্দ্রপুর জে, এল নং ২৪০-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত, ইহার পর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তুরাগ নদীর তীরস্থিত মৌজা কাটাসুরের জে, এল নং ২৪২-এর পশ্চিম সীমান্তরেখায় মিলিত হইয়াছে, পরে দক্ষিণ দিকে ও পরে পূর্ব দিকে তুরাগ নদীর পূর্ব তীর বরাবর অগ্রসর হইয়া তুরাগ নদীর তীরস্থিত মৌজা শ্রীখান্দা জে, এল নং ২৪৩-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, পরে দক্ষিণ দিকে তুরাগ নদীর পূর্ব তীর বরাবর অর্থাৎ মৌজা শ্রীখান্দা পশ্চিম সীমান্ত বরাবর মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পূর্ব দিকে এবং পরে দক্ষিণ দিকে কালুনগর মৌজা'র মিলনস্থ পর্যন্ত জে, এল নং ৩৫১ পূর্ব দিকে এনাতগঞ্জ মৌজার মিলনস্থল পর্যন্ত জে, এল নং ৩৫০ ইসলামবাগের বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত (পোস্তা লালবাগ ঢাকা'র মধ্যে) সীমানা।

লালবাগ থানার চরকামরংগী মৌজার জে, এল নং ৩৪৯ (খতিয়ান নং ১-১১৮) এর সি, এস দাগ নং ৩৬-৭১, ৭৪-৯৪৫, ১০০৭, ১০৬১-১০৬৩, ১০৬৫-১০৬৯, ১০৭১-১০৭৪, ১০৭৬, ১০৭৮-১০৮১, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯৯-১১০৩, ১১০৫-১২২১।

দক্ষিণ

বুড়িগঙ্গা নদী।

প্রাক্তন মিরপুর পৌরসভার এলাকাধীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ—

পূর্বে ঃ

অঙ্কিত সীমানা রেখা বারাবু মৌজা জে, এল নং ২৩৮ (সি এস প্লট নং ৩০৬) এর উত্তর-পূর্ব কোণার দিক হইতে অগ্রসর হইয়া মিলিত হইয়াছে উত্তরে পাইকপাড়া মৌজার জে, এল নং ২৩৭-এর সি, এস প্লট নং ৬০৫-এর উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত, ইহার পর ইহা মিলিত হইয়াছে, কাফরুল মৌজার

সি, এস প্লট নং ৪২৩-এর পশ্চিম কোণা পর্যন্ত, ইহার পর অগ্রসর হইয়া পরে উত্তরে, পরে পূর্বে সেনপাড়া পর্বতা মৌজার জে, এল নং ২২০ এর সি, এস প্লট নং ১৫৬৬-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর অগ্রসর হইয়া পূর্বে ইব্রাহিমপুর মৌজার জে, এল নং ২৬৯-এর সি, এস প্লট নং ২৩০-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে এবং পরে পূর্বে, পরে দক্ষিণে ইব্রাহিমপুর মৌজার জে, এল নং ২৬৯-এর সি, এস প্লট নং ৩২৮-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর অগ্রসর হইয়া পূর্বে সি, এস প্লট নং ৩২৪-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পূর্বে ইব্রাহিমপুর মৌজার জে, এল নং ২৬৯-এর সি, এস প্লট নং ২৮৮-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, পরে পূর্বে লালাশারি মৌজার জে, এল নং ২৭৩-এর সি, এস প্লট নং ১৪৫-এর দক্ষিণ কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তরে লালাশারি মৌজার জে, এল নং ২৭৩-এর সি, এস প্লট নং ৪৭-এর উত্তর পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসহ উত্তরে জোয়ার সাহারা মৌজার জে, এল নং ২৭১-এর সি, এস প্লট নং ৯৫৬-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পূর্বে সি, এস প্লট নং ৯৯৮-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় মিলিত হইয়াছে, পরে ইহা উত্তরে সি, এস প্লট নং ৪৫৬-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তরে (সি, এস প্লট নং ২৭২ ব্যতিরেকে) সি, এস প্লট নং ৮৫-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তরে সি, এস প্লট নং ৭৯-এর উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে সি, এস প্লট নং ৭৮-এর উত্তর-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণে সি, এস প্লট নং ৭৮-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে সি, এস প্লট নং ২৭৩-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে সি, এস প্লট নং ৭৫-এর উত্তর-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণে সি, এস প্লট নং ৬৭-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং ইহার পর দক্ষিণে এবং পরে উত্তরে ও ইহার পর দক্ষিণে এবং পশ্চিমে এবং ইহার পর উত্তরে মৌজা বাউনিয়া জে, এল নং ২১১-এর সি, এস প্লট নং ৩৪৩৫-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে , ইহার পর উত্তরে সি, এস প্লট নং ১৬৪৭-এর উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, উহার পর পশ্চিমে সি, এস প্লট নং ১৬০১-এর উত্তর-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তরে বাউনিয়া জে, এল নং ২১১-এর সি, এস প্লট নং ২৩৪৬-এর উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে।

উত্তরে

সীমানা রেখা বাউনিয়া মৌজার জে, এল নং ২১১-এর সি, এস প্লট নং ২৩৪৬-এর উত্তর-পূর্ব কোণার দিক হইতে অগ্রসর হইয়া পশ্চিম দিকে সি, এস প্লট নং ৩৪১৭-এর উত্তর-পশ্চিম কোণায় মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণে সি, এস প্লট নং ৩০৩৫-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে সি, এস প্লট নং ৩১১০, মৌজা বাউনিয়া, জে, এল নং ২১১-এর পশ্চিম কোণে, অতঃপর উত্তরে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৫, মৌজা চাকুলী-এর উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, অতঃপর মৌজা চাকুলী জে, এল নং ২১৪-এর উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া অতঃপর পশ্চিম দিকে মৌজা মারুল জে, এল নং ২১৫-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিম দিকে, অতঃপর মৌজা; দ্বিগুণ জে, এল নং ২১৬-এর এর উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে উত্তর দিকে, অতঃপর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তুরাগ নদী পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে।

পশ্চিম

দক্ষিণ দিকে প্রবাহমান (তুরাগ নদীর তীর) মৌজা দ্বিগুণ জে, এল নং ২১৬-এর উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে অঙ্কিত সীমা রেখা তুরাগ নদী তীর মৌজা গ্রান্ড চাঁদ বাড়ি জে, এল নং ২১৮-এর সীমানা লাইন পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণ দিকে তুরাগ নদীর পূর্ব তীর হইয়া যেমন, মৌজা নওয়ারাবাগ জে, এল নং ২৩৩, মৌজা বিশিল, জে, এল নং ২২৪, মৌজা দিয়াবাড়ী জে, এল নং ২২৫, মৌজা জহুরাবাদ, জে, এল নং ২২৬, মৌজা পশ্চিম কন্দর, জে, এল নং ২২৮, মৌজা বাসুপাড়া, জে, এল নং ২৩২, মৌজা আনন্দরবাগ জে, এল নং ২৩০-এর পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত যাহা মিরপুর ব্রীজের পূর্ব দিকে মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া ইহা মৌজা মিরপুর, জে, এল নং ২৩৪-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দক্ষিণ পশ্চিমে মিলিত হইয়াছে, ইহার পর তুরাগ নদীর তীরে জে, এল নং ২৪০, মৌজা রামচন্দ্রপুর-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে।

দক্ষিণ

মৌজা বারাবো জে, এল নং ২৩৮ (সি, এস প্লট নং ৩০৬)-এর উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে অঙ্কিত সীমা রেখা, ইহার পর দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢাকা-আরিচা রোডে মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর আদাবো, জে, এল নং ২৩৯-এর উত্তর সীমানার দিকে, ইহার পর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ৮, মৌজা উত্তর আদাবো, জে, এল নং ২৩৯-এর উত্তর-পূর্ব কোণে মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণের সি, এস প্লট নং ১৩৫, মৌজা বারা শাইখ, জে, এল নং ২৩৬, অতঃপর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ১৩৪-এর উত্তর-পূর্ব কোণ, ইহার পর উত্তরে সি, এস প্লট নং ৯৭, মৌজা বারাশাইক, জে, এল নং ২৩৬-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে ইহা সি, এস প্লট নং ১, মৌজা রামচন্দ্রপুর, জে, এল নং ২৪০, ইহার পর পশ্চিম দিকে এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া মৌজা মিরপুর, জে, এল নং ২৩৪-এর দক্ষিণ সীমানার সি, এস প্লট নং ৩৫, মৌজা রামচন্দ্রপুর জে, এল নং ২৪০-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিম দিকে তুরাগ নদীর তীরে মিলিত হইয়াছে।

প্রাক্তন গুলশান পৌরসভার এলাকাধীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ—

পূর্ব

সি, এস প্লট নং ১২৬১, মৌজা বাড্ডা, জে, এল নং ২৯১-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে সীমানা লাইন টানা হয়, অতঃপর উত্তর দিকে পূর্ব সীমানা ঘেঁষিয়া সি, এস প্লট নং ১২৬০, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৪৩, ১২৪১, ১২৪০, ১২৩৯, ১২৩৬, ১২৯৪, ১১৯৮, ১২০০, ১২১৬, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১০০৪, ১২০৫, ১০১০, ১০১১, ১০১৩, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৯, ১০২০, ৯৮৪, ৯৮৩, ৭৯১, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৮০৪, ৮০৫, ৬৭২, ৬৬৮, ৬৬৫, ৬৬৪, ১২৬, ১৩৬, ১৩৫, ৩৪৬, ৩৪৫, ৩৩৬, ৩৩৫, ১৫৫, ১৫২, ১৫৩, ১৭২, ১৭৪, ১৯১, ১৯২, ১৯৩ প্লট নং এর অংশ এবং প্লট নং ২৮, ২১, ২২, ২৩-এর পূর্ব দিকের সীমানা, প্লট নং ১৮-এর পূর্ব দিকের সীমানা এবং অতঃপর প্লট নং ১৬, মৌজা বাড্ডা, জে, এল নং ২৯১-এর পূর্ব সীমানা যাহা মৌজা ভাটারা, জে, এল নং ২৯৪ মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তর দিকে প্লট নং ১০৭১-এর পূর্ব দিকে প্লট নং ১০৭১, মৌজা ভাটারা, জে, এল নং ২৯৪ এবং ইহার পর উত্তরে প্লট নং ১০৫২, ১০৪৯, ৯৫৮, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬৩,

৯৬৪, ৯৬৭-এর পশ্চিমে সীমানা ঘেষিয়া এবং ইহার পর প্লট নং ১০৩৯-এর মধ্য অংশ জুড়িয়া এবং ইহার প্লট নং ৯৬৯, ৯৭৩, ৯৭৫, ৯৭৭, ৯৮১, ৯৮৬, ৯৯০, ৯৮৯, ২৮৫৭, ২৮৭৬, ১০০৩, ৭২৭, ৭৩০, ৭৩২, ৭৩৭, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৬২, ৭৫৪, ৭৫৭ এবং ৩৭৮, ৩৭৯ এবং ৩৭৩ প্লটের পশ্চিম অংশ এবং ৩৭২, ৩৬৭, ৩৬৫, ৩৬৪, ৩৪১ নং এর পূর্ব সীমারেখা এবং ৩২৩ নং প্লটের পশ্চিম অংশ এবং ৩৩১, ৩২৭, ৩২৬, ৩১৭ নং প্লটের পূর্ব সীমা রেখা যাহা মৌজা ভাটারার জে, এল নং ২৯৪-এর অন্তর্গত এবং ইহার পর উত্তরে মৌজা ভাটারার জে, এল নং ২৯৪-এর পূর্ব সীমাসহ মৌজা ভাটারার জে, এল নং ২৯৪-এর প্লট নং ৩২-এর উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে।

উত্তর

সীমানা রেখা মৌজা ভাটারার জে, এল নং ২৯৪ (সি, এস প্লট নং ৩২)-এর উত্তর-পূর্ব কোণা হইতে অঙ্কিত এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মৌজা শামাইর-এর জে, এল নং ২৭২-এর উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত এবং ইহার পর পশ্চিমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে।

পশ্চিম

সীমানা রেখা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে মৌজা শামাইর-এর পশ্চিম সীমানাসহ জে, এল নং ২৭২, মৌজা ভোলা জে, এল নং ২৭৭-এর পশ্চিম সীমানা এবং মৌজা কারাইল-এর জে, এল নং ২৭৬-এর পশ্চিম সীমানা হইতে মৌজা মহাখালীর জে, এল নং ২৭৫-এর উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত, ইহার পর পশ্চিমে রেললাইন পর্যন্ত এবং ইহার পর দক্ষিণে রেললাইনসহ মহাখালী মৌজার জে, এল নং ২৭৫-এর সি, এস প্লট নং ৯৭-এর উত্তর-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে।

দক্ষিণে

সি, এস প্লট নং ৮০২ মৌজা উলানের পূর্ব কোণ হইতে সীমানা শুরু হইয়াছে। জে, এল নং ২৯০ পশ্চিম দিকের সীমানার দিকে অগ্রসর হইয়া সি, এস প্লট নং ১৪৮০ মৌজা বাড্ডা, জে, এল নং ২৯১, ইহার পর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ কোণের সহিত মিলিত হয়, ইহার পর সি, এস প্লট নং ১৪৭৯ মৌজা বাড্ডা, জে, এল নং ২৯১ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর সি, এস প্লট নং ১৩৩০, মৌজা বাড্ডা জে, এল নং ২৯১ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণের সাথে মিলিত হইয়াছে, ইহার পর সি, এস প্লট নং ১৩২৬, মৌজা বাড্ডা জে, এল নং ২৯১ পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া প্লট নং ১২৯১, মৌজা বাড্ডা জে, এল নং ২৯১, ইহার পর উত্তরে সি, এস প্লট নং ১৩২৬, মৌজা বাড্ডা জে, এল নং ২৯১, ইহার পর পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া প্লট নং ১২৯১, মৌজা বাড্ডা জে, এল নং ২৯১ উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর দক্ষিণে সি, এস প্লট নং ১২৫০-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে মৌজা উলানের জে, এল নং ২৯০ এর সি, এস প্লট নং ৫৩২-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তরে প্লট নং ৫৩১ মৌজা উলান, জে, এল নং ২৯০ উত্তর-পূর্ব কোণায় মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে প্লট নং ১ মৌজা উলান, জে, এল নং ২৯০-এর উত্তর-পশ্চিম কোণায় মিলিত হইয়াছে, ইহার পর উত্তরে প্লট নং ৫৬৮-এর উত্তর-পূর্বে সি, এস প্লট নং ৩৭৯ মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে ট্রাঙ্গুলার পিলার, দক্ষিণে সি, এস প্লট নং ৪১৫, মৌজা তেজকুনিপাড়া, জে, এল নং ২৭৮-এর উত্তর-পূর্ব কোণায় মিলিত হইয়াছে, ইহার পর পশ্চিমে রেললাইন, পরে পশ্চিমে সি, এস প্লট নং ৯৭, মৌজা মহাখালী, জে, এল নং ২৭৫-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় মিলিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(১) কোতোয়ালী থানা (সম্পূর্ণ)

(২) ডবল-মুরিং থানা (সম্পূর্ণ)

(৩) পাহাড়তলী থানা (সম্পূর্ণ)

(৪) চান্দগাঁও থানা (সম্পূর্ণ)

(৫) বন্দর থানা (আংশিক) ঃ কর্ণফুলী নদীর মধ্য স্রোত-ধারার উত্তরাংশ এবং ডবল-মুরিং থানার দক্ষিণের সীমারেখা যাহা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমারেখা।

(৬) পাঁচলাইশ থানা (সম্পূর্ণ) ঃ পশ্চিম ষোলশহরের জে, এল নং ৬, কুলগাঁও জে, এল নং ৪২, এবং জালালাবাদ জে, এল নং ৪১, যাহা চট্টগ্রাম সেনানিবাসের অন্তর্ভুক্ত।

(৭) হাটহাজারী থানা (আংশিক) ঃ (১) জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী জে, এল নং ৩৯ (আংশিক) (২) দক্ষিণ পাহাড়তলী জে,এল নং ৪০ (আংশিক) ব্যতীত যাহা জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী জে, এল নং ৩৯ এবং দক্ষিণ পাহাড়তলী, জে, এল নং ৪০ নিয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাস গঠিত।

সীমানা ঃ

উত্তরে ঃ লতিফপুর জে, এল নং ৬৪, জঙ্গল সলিমপুর জে, এল নং ৬৬, জঙ্গল পশ্চিম পাট্টি-জে, এল নং ৩৮, মাইজপাট্টি-জে, এল নং ৩২, পশ্চিম পাট্টি-জে, এল নং ৩৩।

দক্ষিণে ঃ বঙ্গোবসাগরের শেষ প্রান্ত ধারা এবং কর্ণফুলী নদীর মাঝ বরাবর স্রোতধারা।

পূর্বে ঃ কর্ণফুলীর মধ্য স্রোতধারা যাহা হালদা নদীর মোহনায় মধ্য স্রোতধারা পর্যন্ত।

চিকনদন্ডী	-	জে, এল নং ৪৩
খন্দকিয়া	-	জে, এল নং ৪৭
বাথুয়া	-	জে, এল নং ৪৯
কুয়াইশ	-	জে, এল নং ৫০
বুড়িশ্চর	-	জে, এল নং ৫১

পশ্চিমে ঃ বঙ্গোপসাগরের শেষ প্রান্ত জলসীমা পর্যন্ত।

জঙ্গল সলিমপুর	-	জে, এল নং ৬৬
ভাটিয়ারী	-	জে, এল নং ৬০
জঙ্গল ভাটিয়ারী	-	জে, এল নং ৬৯
জঙ্গল লতিফপুর	-	জে, এল নং ৬৫
লতিফপুর	-	জে, এল নং ৬৪

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সীমানা নিম্নে বিস্তারিত প্রদত্ত হইল ঃ

কর্পোরেশনের সীমারেখা উত্তর কাট্টলীর (জে, এল নং ১) উত্তর-পশ্চিম কোণা হইতে শুরু, উত্তর কাট্টলীর পূর্ব দিকে গিয়া উত্তর সীমানা ধরে উত্তর পাহাড়তলী (জে, এল নং ৪) মৌজার পশ্চিম কোণায় মিলিয়াছে এবং উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়া জঙ্গল লতিফপুরের (জে, এল নং ৬৪) দক্ষিণ সীমানা হইয়া জালালাবাদ (জে, এল নং ৪১) এর পশ্চিম কোণায় মিশিয়াছে, এবং পূর্ব দিকে দিয়া জঙ্গল পশ্চিম পাট্টি (জে, এল নং ৩৮) এবং পশ্চিম পাট্টি (জে, এল নং ৩৩)-এর দক্ষিণের সীমানা দিয়া মাইজ পাট্টি মৌজার (জে, এল নং ৩২) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় মিশিয়াছে, চিকনদন্ডি মৌজা (জে, এল নং ৪৩), উত্তর-পশ্চিম কোণায় খন্দকিয়া মৌজা (জে, এল নং ৪৭), পূর্ব সীমানা হইয়া পশ্চিম-দক্ষিণ সীমানা পাড় হইয়া পাঁচলাইশ মৌজা (জে, এল নং ৭)-এর উত্তর প্রান্তে মিশিয়াছে এবং পাঁচলাইশ মৌজা (জে, এল নং ৭)-এর উত্তর-পূর্ব সীমানা হইয়া কুয়াইশ মৌজা (জে, এল নং ৫০)-এর দক্ষিণ সীমানা হইয়া বুড়ীশ্চর মৌজা (জে, এল নং ৫১)-এর দক্ষিণ প্রান্তে মিশিয়াছে; এবং বুড়ীশ্চর মৌজা (জে, এল নং ৫১)-এর দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা হইয়া হালদা নদীর মধ্য স্রোতধারা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এখান থেকে হালদা নদীর মধ্য স্রোতধারা প্রবাহিত হইয়া কর্ণফুলী নদীর মধ্য স্রোত ধারায় মিশিয়াছে; কর্ণফুলী নদীর মধ্য স্রোত ধারা এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরের জলধারার প্রান্ত পর্যন্ত মিশিয়াছে এবং জলধারার উত্তর কাট্টলী মৌজা (জে, এল নং ১)-এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

১। খুলনা সদর থানা (সম্পূর্ণ)

২। দৌলতপুর থানা (আংশিক)

উত্তরে মিরের ডাঙ্গা মৌজা জে, এল নং ৩ এবং যুগিপোল মৌজার জে, এল নং ২-এর দক্ষিণ কোণা। খুলনা সদর থানা এলাকা পূর্বে ভৈরব নদী এবং পশ্চিমে মহেশ্বরপাশা মৌজার শেষ প্রান্ত জে, এল নং ৪ এবং আড়ংঘাটা মৌজা জে, এল নং ৫ এবং বিল পাবলা জে, এল নং ৫৪। রায়েরমহল মৌজা জে, এল নং ১১ এবং বয়রা মৌজা জে, এল নং ১২-এর শেষ প্রান্ত এবং ছোট বয়রা মৌজা জে, এল নং ৩-এর শেষ প্রান্ত।

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

সীমানা ঃ

উত্তরে ঃ মৌজা মিরেরডাঙ্গা, জে, এল নং ৩, যোগীপোল মৌজা, জে, এল নং ২।

পূর্বে ঃ রূপসা নদী ও ভৈরব নদী।

পশ্চিমে ঃ আড়ংঘাটা মৌজা জে, এল নং ৫, দেয়ানা মৌজা, জে, এল নং ৮, খুদী নদী ও দেনারাবাদ মৌজা জে, এল নং ৮৫।

দক্ষিণে ঃ দুবি মৌজা জে, এল নং ৮৭, হরিণটানা মৌজা, জে, এল নং ৮১।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সীমানা বিস্তারিতভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

কর্পোরেশনের সীমানা দুবি মৌজা জে, এল নং ৮৭-এর উত্তর-পূর্ব কোণা হইতে শুরু হইবে এবং উত্তরে রূপসা নদী মধ্যস্রোত পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এবং উক্ত মধ্যস্রোত উত্তরে ভৈরব নদীতে মিলিত হইবে এবং উহা উত্তরে মিরেরডাঙ্গা মৌজা জে, এল নং ৩ পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অন্য দিকে দুবি মৌজার দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণার-এর বামদিক হইতে শুরু এবং রূপসা নদীর পশ্চিম পাড় দিয়া উত্তরে টুটপাড়া মৌজা জে, এল নং ৪-এর উত্তর সীমা দিয়া উত্তর-পশ্চিম দিয়া ছোট বয়রা মৌজা জে, এল নং ১-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইয়া গোয়ালপাড়া মৌজা জে, এল নং ১৪-এর উত্তর সীমা দিয়া আতাই নদীর সংযোগস্থল দিয়া ক্রিসেন্ট জুট মিলের কাছে ভৈরব নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত যাইয়া পাবলা মৌজার জে, এল নং ১০-এর সংযোগস্থল সঙ্গে ভৈরব নদীর দক্ষিণ পাড় হইয়া মহেশ্বর পাশা মৌজা জে, এল নং ৪-এর উত্তরে শেষ সীমা পর্যন্ত যাইয়া এফ আই ডি সি এবং মিরেরডাঙ্গা মৌজা জে, এল নং ৩-এর সংযোগস্থল হইয়া মহেশ্বরপাশা মৌজা জে, এল নং ৪-এর উত্তর-পশ্চিম কোণা দিয়া তেলীগাতী মৌজা জে, এল নং ১-এর পূর্ব সীমা স্পর্শ করিয়া বিল সালুয়া জে, এল নং ৫৩-এর দক্ষিণের শেষ সীমা দিয়া অতিবাহিত হইয়া আড়ংঘাটা জে, এল নং ৫-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়া শেষ সীমা অতিক্রম করিয়া দৌলতপুর, আড়ংঘাটা ও দেয়ানা মৌজার সংযোগস্থল পর্যন্ত, ইহার পর সেখান হইতে পাবলা মৌজা জে, এল নং ১০-এর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা দিয়া রায়েরমহল মৌজার সংযোগস্থল হইয়া রায়েরমহল মৌজার দক্ষিণ সীমা দিয়া বয়রা মৌজা জে, এল নং ১২-এর সংযোগস্থল এবং সেখান হইতে ছোট বয়রা মৌজা জে, এল নং ১-এর পূর্ব পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া সীমা পর্যন্ত, বানরগাতী মৌজা জে, এল নং ২, বানিয়াখামার মৌজা জে, এল নং ৩, (হরিণাটানা মৌজা জে, এল নং ৮৯ বাদে) টুটপাড়া মৌজা জে, এল নং ৪, হইয়া লবণচরা মৌজা জে, এল নং ৬৫, এবং পূর্ব-দক্ষিণ সীমা দিয়া দুবি মৌজা জে, এল নং ৮৭ হইয়া রূপসা নদীর মধ্যস্রোতের সংযোগস্থল পর্যন্ত।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

সীমানা ঃ

উত্তরে ঃ মৌজা হরগ্রাম, জে, এল নং ৪৩, মৌজা বড় বনগ্রাম, জে, এল নং ১০৯, মৌজা মেহেরচন্ডী, জে, এল নং ১২০।

দক্ষিণে ঃ পদ্মা নদী।

পূর্বে ঃ মৌজা বুধপাড়া জে, এল নং ১২৫, মৌজা মির্জাপুর, জে, এল নং ১১৯, মৌজা ডাঁশমারী, জে, এল নং ১৯৪।

পশ্চিমে ঃ মৌজা গোয়ালপাড়া, জে, এল নং ৪২, মৌজা হারুপুর (আংশিক), জে, এল নং ২১৬।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

সীমানা ঃ

উত্তরে ঃ মৌজা তারাপুর, জে, এল নং ৭৬, মৌজা কুমারগাঁও, জে, এল নং ৮০, মৌজা লাক্কাতুরা, জে, এল নং ৭৫, মৌজা ব্রাহ্মণছড়া, জে, এল নং ৭৮।

দক্ষিণে ঃ মৌজা ধরাধরপুর, জে, এল নং ১১৫, মৌজা পিরিজপুর, জে, এল নং ১১৪, মৌজা আলমপুর, জে, এল নং ১০৭, মৌজা বরইকান্দি, জে, এল নং ১১৬, মৌজা মনিপুর, জে, এল নং ১০৮।

পূর্বে ঃ মৌজা খাদিমনগর, জে, এল নং ৬৩, মৌজা দেবপুর, জে, এল নং ৯৬।

পশ্চিমে ঃ মৌজা আখলিয়া, জে, এল নং ৮৮, মৌজা খানুয়া, জে, এল নং ২৭, মৌজা সাধীরখলা, জে, এল নং ৮৯।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

সীমানা ঃ

উত্তরে ঃ গণপাড়া (আংশিক), জে, এল নং ১২, মাতাসার, জে, এল নং ৩৪, পরানপাড়া (আংশিক), জে, এল নং ৩৩, গাওয়াসার, জে, এল নং ৪৬, উলানখালী জে, এল নং ৪৫।

দক্ষিণে ঃ দপদপিয়া ফেরীঘাট, মৌজা দপদপিয়া, জে, এল নং ১৩০।

পূর্বে ঃ কীর্তনখোলা নদী, মৌজা চরবদনা (আংশিক), জে, এল নং ৬২।

পশ্চিমে ঃ মৌজা কলাডেমা চহুতা, জে, এল নং ৫, করমজা, জে, এল নং ১৫, ডেফুলিয়া, জে, এল নং ২৯, ইন্দ্রকাঠি, জে, এল নং ২৮, হরিণা ফুলিয়া, জে, এল নং ২৫, জাগুয়া জে, এল নং ৫৪, তাজকাঠি, জে, এল নং ৫৫।

দ্বিতীয় তফসিল

[ধারা ৭(১) দ্রষ্টব্য]

শপথ বা ঘোষণা

আমি ....
পিতা/স্বামী...
.... সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ [বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা] করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল

(ধারা ৪১ দ্রষ্টব্য)

বিস্তারিত কার্যাবলী

১. জনস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব

১.১ কর্পোরেশন নগরীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই আইন বা ইহার অধীনে এতদ্‌সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার থাকিলে, উহা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ

১.২ কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহার মালিক বা দখলদারকে—

(ক) উহা পরিস্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে ;

(খ) উহা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে ;

(গ) উক্ত ইমারতের চুনকাম করিতে এবং নোটিশে উল্লেখিতরূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে ; এবং

(ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১.৩ ক্রমিক ২.১-এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হইলে, কর্পোরেশন উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং ইহাতে কর্পোরেশনের যে খরচ হইবে, তাহা এই আইনের অধীনে উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ এবং উহার ব্যবস্থাপনা

১.৪ কর্পোরেশন উহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১.৫ কর্পোরেশনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলদারগণ উহা হইতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকিবে।

১.৬ কর্পোরেশন নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা অন্যবিধ আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, কর্পোরেশন সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

১.৭ কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা কর্পোরেশনের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হবে।

পায়খানা ও প্রস্রাবখানা

১.৮ কর্পোরেশন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করিবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

১.৯ যে সকল ঘরবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সে সকল ঘরবাড়ীর মালিক তাহা কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রাখিবে।

১.১০ কোন ঘরবাড়ীতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা না থাকিলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকিলে, কিংবা কোন আপত্তিকর স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকিলে, কর্পোরেশন উক্ত ঘরবাড়ী বাসস্থানের মালিককে নোটিশ দ্বারা—

(ক) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা ;

(খ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা পরিবর্তন সাধন করা ;

(গ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা অপসারণ করা : এবং

(ঘ) যেখানে ভূগর্ভস্থ কোন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে সেখানে সাধারণভাবে পরিষ্কারযোগ্য পায়খানা বা প্রস্রাবখানাকে পয়ঃপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি

২.১ কর্পোরেশন উহার সীমানার মধ্যে যে সকল জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ হইবে সেইগুলি প্রবিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রি এবং ক্ষেত্রমতে পরিসংখ্যান বা তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করিবে।

৩. সংক্রামক ব্যাধি

৩.১ নগরীতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩.২ কর্পোরেশন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৩.৩ কর্পোরেশন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৪. স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি

কর্পোরেশন প্রয়োজন অনুসারে—

(ক) স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃসদন এবং মহিলা, শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাতৃসদন বা কল্যাণ কেন্দ্রে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে ;

(খ) ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) পরিবার পরিকল্পনা উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ; এবং

(ঘ) মহিলা, শিশু এবং বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

কর্পোরেশন স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬. হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী

৬.১ কর্পোরেশন নগরবাসীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

৬.২ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৭. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি

কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা—

(ক) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা ;

(খ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সাহায্য ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনা ;

(গ) চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে সমিতি গঠনে উৎসাহদান ;

(ঘ) চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়ন ;

(ঙ) চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ প্রদান ; এবং

(চ) স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

৮. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন প্রণালী

পানি সরবরাহ

৮.১ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন নগরীতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

৮.২ কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে পানি সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৮.৩ যে ক্ষেত্রে নলের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, সেক্ষেত্রে কর্পোরেশনের প্রবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ঘরবাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস

৮.৪ নগরীর অভ্যন্তরে সকল বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎস কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

৮.৫ কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোন নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোন উৎসের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

৮.৬ পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত কোন বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎসের মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা—

(ক) উহাকে যথাযথ অবস্থায় রাখিবার এবং সময় সময় ইহার পলি, আবর্জনা ও পঁচনশীল দ্রব্যাদি অপসারণ করিবার;

(খ) উহাকে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত রোগ সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার;

(গ) উহার পানি পানের অনুপযুক্ত বলিয়া কর্পোরেশন সাব্যস্ত করিলে, উহার পানি পানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

পানি নিষ্কাশন

৮.৭ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমাগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিষ্কার রাখিবে।

৮.৮ কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ফিস প্রদানে কোন বাড়ী বা জায়গার মালিক উহার নর্দমা কর্পোরেশনের নর্দমার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে।

৮.৯ নগরীতে অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে থাকিবে এবং কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী উহার সংস্কার করিবার, পরিষ্কার করিবার এবং বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

পানি নিষ্কাশন প্রকল্প

৮.১০ কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পানি বা ময়লা নিষ্কাশনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খরচে নর্দমা নির্মাণ বা অন্যান্য পূর্ত কাজের জন্য পানি নিষ্কাশন প্রকল্প প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮.১১ নগরীতে অবস্থিত কোন বাড়ীঘর বা জায়গার মালিককে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা—

(ক) উক্ত বাড়ীঘর বা জায়গায় বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লিখিত নর্দমা নির্মাণ করিবার;

(খ) অনুরূপ যে কোন নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা উহার উন্নয়ন করিবার ; এবং

(গ) উক্ত বাড়ীঘর বা জায়গা হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

স্নান ও ধৌত করার স্থান

৮.১২ কর্পোরেশন সময় সময়—

(ক) জনসাধারণের স্নান করা, কাপড় ধৌত করা বা কাপড় শুকাইবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;

(খ) অনুরূপ স্থানসমূহ কখন ব্যবহার করা হইবে এবং কাহারা ব্যবহার করিবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;

(গ) প্রকাশ্য নোটিশ দ্বারা উক্তরূপ নির্দিষ্ট নয় এইরূপ কোন জায়গাকে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারিবে।

ধোপী ঘাট এবং ধোপা

৮.১৩ কর্পোরেশন ধোপীদের ব্যবহারের জন্য ধোপীঘাটের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবহারের জন্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

৮.১৪ কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা ধোপীদের লাইসেন্স এবং তাহাদের পেশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

সরকারি জলাধার

৮.১৫ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্পোরেশন ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে এবং নগরীর মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর ও ধারা অথবা উহার কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৮.১৬ উক্ত সরকারি জলাধারে চিত্ত-বিনোদন এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে উহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে।

৮.১৭ কর্পোরেশন জলাধার আইনের বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনভুক্ত সকল জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকিবে।

৯. সাধারণ খেয়া পারাপার

৯.১ কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা সরকারি জলাধারে ভাড়ায় চলাচলকারী নৌকা বা অন্যান্য যানবাহনের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিতে, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং তজ্জন্য প্রদেয় ফিস নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

৯.২ সরকার কোন জলাধারের অংশবিশেষকে সাধারণ খেয়া পারাপার হিসাবে ঘোষণা করিয়া উহার ব্যবস্থাপনা কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন উক্ত খেয়া পরিচালনা করিবে এবং উহা ব্যবহারের জন্য টোল আদায় করিবে।

১০ সরকারি মৎস্যক্ষেত্র

কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন জলাধারকে সাধারণ মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্য শিকারের অধিকার কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

১১. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত

১১.১. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা—

(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য বিক্রয়ার্থে নগরীতে আমদানী কিংবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(গ) প্রবিধানে উল্লিখিত স্থানসমূহে নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য পরিবহনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(ঙ) এই ধারার অধীনে লাইসেন্স প্রদান এবং প্রত্যাহার এবং লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিস নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং

(চ) খাদ্যের জন্য আনীত বা নির্দিষ্ট কোন রোগাক্রান্ত পশু, হাঁস-মুরগী বা মাছ কিংবা কোন বিষাক্ত খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য আটক ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

দুধ সরবরাহ

১১.২. কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্তানুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি নগরীতে দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য দুগ্ধবতী গবাদি পশুপালন করিবে না অথবা কোন দুগ্ধ আমদানী বা বিক্রয় করিবে না, অথবা মাখন, ঘি বা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে না বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ব্যবহার করিবে না।

১১.৩. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং অনুররূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গোয়ালা কলোনী স্থাপন এবং নগরীর কোন এলাকায় দুগ্ধবতী গবাদিপশু পালন নিষিদ্ধ করিবার এবং জনসাধারণের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিধান থাকিবে।

১২. সাধারণের বাজার

১২.১ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে কর্পোরেশন খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও জীবজন্তু বিক্রয়ের জন্য সাধারণের বাজার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

১২.২ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্পোরেশন সাধারণের বাজার নির্মাণের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক স্থিরকৃত শর্তাবলী সাপেক্ষে ইচ্ছুক দখলকারগণের নিকট হইতে নির্ধারিত সালামী বা আগাম ভাড়া আদায় করিতে পারিবে।

১২.৩ কর্পোরেশন সাধারণের বাজারের জন্য প্রবিধান দ্বারা—

(ক) বাজার ব্যবহার অথবা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ফিস ধার্য করিবার;

(খ) বিক্রয়ার্থ পণ্য বহনকারী যানবাহন বা পশুর উপর ফিস আরোপ করিবার;

(গ) দোকান ও স্টল ব্যবহারের জন্য ফিস আদায় করিবার;

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য আনীত বা বিক্রিত পশুর উপর ফিস ধার্য করিবার; এবং

(ঙ) বাজারের দালাল, কমিশন এজেন্ট, কয়াল এবং বাজারের জীবিকা অর্জনকারী অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

১৩. বেসরকারি বাজার

১৩.১ কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে কোন বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না।

১৩.২ উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নগরীতে কোন ব্যক্তির কোন বেসরকারি বাজার থাকিলে তিনি এই আইন বলবৎ হইবার তিন মাসের মধ্যে কর্পোরেশনের নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা না হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

১৩.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারি বাজার হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

১৩.৪. কর্পোরেশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন বেসরকারি বাজার জনস্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা উহার কর্তৃত্ব কর্পোরেশনের গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে কর্পোরেশন বাজারটি বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩.৫. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা বেসরকারি বাজারে মালিককে উক্ত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাজারের প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সমাধা করিবার, বা ইহাতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবার এবং ইহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৪. কসাইখানা

কর্পোরেশন নগরীর সীমানার মধ্যে বা উহার বাহিরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এক বা একাধিক স্থানে মাংস বিক্রির উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা কসাইখানার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৫. পশু

পশুপালন

১৫.১. কর্পোরেশন পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা উহাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও উহার চিকিৎসা বাবদ আদায়যোগ্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

১৫.২. পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ২(ঙ) এর অধীন তফসিলে বর্ণিত সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৭ এর অধীন কর্পোরেশন বাধ্যতামূলকভাবে টিকা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং অনুরূপ রোগজীবাণু দ্বারা যে সকল পশু আক্রান্ত হয়েছে সে সকল পশুর চিকিৎসা ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

বেওয়ারিশ পশু

১৫.৩. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা কর্ষিত ভূমিতে বন্ধনহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণরত পশু আটক করা ও খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৫.৪. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা গবাদিপশু আবদ্ধ করিবার জন্য খোয়াড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং আবদ্ধকৃত পশুর জন্য জরিমানা ও ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

১৫.৫. কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ কোন রাস্তায় বা স্থানে কোন পশু খুটায় বাঁধিয়া কিংবা আটকাইয়া রাখা যাইবে না, এবং যদি উক্তরূপ কোন রাস্তায় বা স্থানে কোন পশু বাঁধা বা আটক অবস্থায় পাওয়া যায় তবে উহাকে বন্ধ করা এবং খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখা যাইবে।

পশুশালা ও খামার

১৫.৬. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পশুশালা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পশুসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৫.৭. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

গবাদিপশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ

১৫.৮. কর্পোরেশন, প্রবিধান দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রত্যেক পশু বিক্রয় রেজিস্ট্রি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিক্রয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ফিস প্রদানে রেজিস্ট্রি করিবার বিধান করিতে পারিবে।

পশুসম্পদ উন্নয়ন

১৫.৯. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পশুপালন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন অথবা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যাহাতে নির্দিষ্ট কোন বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সী পশু নিবীর্য না করিয়া অথবা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, উহা প্রজননক্ষম এই মর্মে প্রত্যয়ন না করাইয়া রাখিতে না পারে তাহার বিধানও করা যাইবে।

বিপজ্জনক পশু

১৫.১০. কর্পোরেশন, প্রবিধান দ্বারা কোন পশু বিপজ্জনক পশু বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন পশু কি অবস্থায় সচরাচর বিপজ্জনক না হওয়া সত্ত্বেও কি অবস্থায় বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইবে তাহার বিধান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনুরূপ পশু আটক ও ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে।

গবাদিপশু প্রদর্শনী, ইত্যাদি

১৫.১১. কর্পোরেশন নগরীতে গবাদিপশু প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রদর্শনী ও মেলায় দর্শকদের নিকট হতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফিস আদায় করিতে পারিবে।

১৫.১২. কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চিড়িয়াখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা আদায় করিতে পারিবে।

পশুর মৃতদেহ অপসারণ

১৫.১৩. উক্ত পশুর মৃতদেহ ২৪ ঘন্টার মধ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (যদি থাকে) কিংবা পৌর এলাকার সীমানায় ১ মাইল বাহিরের কোন নির্ধারিত স্থানে পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ১১তে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাটিতে পুঁতিয়া বা আগুনে পুড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ "পশু" বলিতে মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন পশুকে বুঝাইবে।

১৬. শহর পরিকল্পনা

মহাপরিকল্পনা

১৬.১. কর্পোরেশন নগরীর জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে—

(ক) পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) নগরীর ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরীপ;

(গ) নগরীর কোন এলকার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; এবং

(ঘ) নগরীর মধ্যে কোন এলাকায় জমির উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.২. এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুসারে কোন মহাপরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় কোন ভূমির মালিক উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত অসামঞ্জস্য হয় এইভাবে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোন ভূমির উন্নয়ন সাধন বা উহাতে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না।

১৬.৩. কোন ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা—

(ক) কোন এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;

(খ) রাস্তা, নর্দমা ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং কর্পোরেশনকে হস্তান্তরিত হইবে এইরূপ ভূমি;

(ঘ) কোন ভূমি কর্পোরেশন অধিগ্রহণ করিবে;

(ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;

(চ) কোন স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদনীয় কার্য; এবং

(ছ) এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়।

ভূমির উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা

১৬.৪. ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প কর্পোরেশনের পরিদর্শনাধীনে নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে, এবং ইহা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.৫. যদি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের খেলাপ করিয়া কোন জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা ভূমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন সাধন না করা হয়, অথবা পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্তরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

১৬.৬. যদি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন ভূমির, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়ন সাধন করা না হয় এবং কর্পোরেশন তজ্জন্য সময় বর্ধিত না করে অথবা ভূমির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন প্রবিধান অনুসারে ভূমি উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে, এবং কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ ভূমির মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭. **ইমারত নিয়ন্ত্রণ**

ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান

১৭.১. যদি কর্পোরেশন কোন ইমারত বা উহার উপর স্থাপিত কোন কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পড়িবার আশংকা রহিয়াছে বলিয়া মনে করে কিংবা উহা কোন প্রকারে উহার বাসিন্দাদের অথবা উহার পার্শ্ববর্তী কোন ইমারত বা উহার বাসিন্দাদের বা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহাতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত ইমারতের মালিককে বা দখলকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি এই নির্দেশ পালনে কোন ত্রুটি হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ ইমারতের মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এই আইনের অধীনে আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭.২. যদি কোন ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, বা উহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে কর্পোরেশন উহার সন্তুষ্টি মোতাবেক ইমারতটি মেরামত না করা পর্যন্ত উহাতে বসবাস নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

১৮. **রাস্তা**

সাধারণের রাস্তা

১৮.১. কর্পোরেশন নগরীর অধিবাসী এবং নগরীতে আগন্তুকদের আরাম ও সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

রাস্তা

১৮.২. কর্পোরেশনের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এবং উক্ত অনুমোদনের শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন নতুন রাস্তা তৈয়ার করা যাইবে না।

১৮.৩. সাধারণের রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল রাস্তা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হইবে।

১৮.৪. কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা, নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন রাস্তা পাকা করা বা উহার পানি নিষ্কাশন বা উহার আলোর ব্যবস্থা করা বা অন্য কোন প্রকারে উহাকে উন্নত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি উক্ত নির্দেশ অমান্য করা হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন স্বীয় এজেন্ট দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করাইতে পারিবে এবং ইহা বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসেবে আদায়যোগ্য হইবে।

রাস্তা সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী

১৮.৫. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোন রাস্তার নাম করণ করিতে পারিবে এবং রাস্তার নাম উহার উপর বা উহার কোন মোড়ে কিংবা ইহার শেষ প্রান্তে বা প্রবেশ পথে পরিষ্কারভাবে ফলকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৮.৬. কোন ব্যক্তি কোন রাস্তা বা উহার নাম বা নাম ফলক বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না কিংবা কর্পোরেশনের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উহার নাম ফলক অপসারণ করিবে না।

১৮.৭. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তা ও ইমারত নির্মাণের সীমারেখা অংকিত করিতে পারিবে এবং কোন রাস্তা বা ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে এইরূপ সীমারেখা মানিয়া চলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৮.৮. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা রাস্তার উপদ্রব এবং রাস্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং উহা প্রতিরোধ ও দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

অবৈধভাবে প্রবেশ

১৮.৯. কর্পোরেশনের কোন রাস্তা, নর্দমা, ভূমি, বাড়ী, গলি বা পার্কে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তাবলী ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে প্রবেশ করিবে না।

১৮.১০. উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধ পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে কর্পোরেশন অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যাথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই বাবদ যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর নিকট হইতে তাহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১৮.১১. ক্রমিক ১৮.১০ এর অধীনে জারিকৃত নোটিশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উহার উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা

১৮.১২. কর্পোরেশন সব ধরনের রাস্তায় বা উহার উপর ন্যস্ত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য স্থান যথাযথভাবে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮.১৩. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাস্তায় আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা

১৮.১৪. কর্পোরেশন জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য সাধারণ রাস্তা পানি দ্বারা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

১৯. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

১৯.১. পথচারীগণ যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদে ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারে সেই জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

সাধারণ যানবাহন

১৯.২. কোন ব্যক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত নগরীতে মোটরগাড়ী ছাড়া অন্য কোন সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

১৯.৩. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া দাবী করিতে পারিবে না।

২০. জননিরাপত্তা

অগ্নিনির্বাপণ

২০.১. কর্পোরেশন অগ্নি নিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণের জন্য দমকল বাহিনী গঠন করিতে পারিবে এবং উহার সদস্য সংখ্যা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০.২. নগরীতে কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা দমকল বাহিনীর কার্য-পরিচালনাকারী কোন কর্মকর্তা কিংবা অন্যূন সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদাসম্পন্ন কোন পুলিশ কর্মকর্তা—

(ক) কোন ব্যক্তি অগ্নি নির্বাপক কার্যে অথবা জানমাল রক্ষার ব্যাপারে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অগ্নিকাণ্ডের স্থানে বা উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোন রাস্তা বা পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(গ) অগ্নি নির্বাপণের উদ্দেশ্যে যে কোন বাড়িঘর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভাংগিয়া দিতে পারিবেন অথবা উহার মধ্য দিয়ে অগ্নি নির্বাপণকারী পানির পাইপ ও যন্ত্রপাতি নেওয়ার জন্য পথের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) যেই স্থানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে সেই স্থানে পানির চাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত যে কোন পাইপ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(ঙ) অগ্নি নির্বাপক গাড়ির দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে অগ্নি নির্বাপণে সম্ভাব্য সকল সাহায্যদানের আহবান জানাইতে পারিবে;

(চ) জানমাল রক্ষার্থে অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

বেসামরিক প্রতিরক্ষা

২০.৩. কর্পোরেশন বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান করিবে।

২১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

কর্পোরেশন এলাকায় যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারের নীতি ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সহিত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য

২২.১. সরকার বিধিমালা দ্বারা কি কি দ্রব্য বা ব্যবসায় এই ধারার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর তাহা নির্ধারণ করিবে।

২২.২. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা চালাইতে পারিবে না;

(খ) কোন বাড়িঘর বা স্থানকে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে না; এবং

(গ) গার্হস্থ্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার অধিক কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বস্তু কোন বাড়ীঘরে রাখিতে পারিবে না।

২৩. গোরস্থান ও শ্মশান

২৩.১. কর্পোরেশন মৃত ব্যক্তির দাফন বা দাহের জন্য গোরস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩.২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন গোরস্থান বা শ্মশানকে কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ঘোষণার পর উহা কর্পোরেশনে ন্যস্ত হইবে এবং কর্পোরেশন উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩.৩. যে সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয় না সেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান কর্পোরেশনের নিকট রেজিস্ট্রিভুক্ত করাইতে হইবে এবং উহা প্রবিধান অনুযায়ী কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

২৩.৪. কর্পোরেশন কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন নতুন গোরস্থান বা শ্মশান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

২৪. গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন

বৃক্ষ রোপণ

২৪.১. কর্পোরেশন নগরীর সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৪.২. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বৃক্ষ-গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

উদ্যান

২৪.৩. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধা ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ উদ্যান নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত উদ্যান পরিচালিত হইবে।

২৪.৪. প্রত্যেক সাধারণ উদ্যানের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

খোলা জায়গা

২৪.৫. কর্পোরেশন নগরীর মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে খোলা জায়গার ব্যবস্থা করিবে এবং উহাকে তৃণাচ্ছাদিত করিবার, ঘেরা দেওয়া এবং মানোন্নয়ন করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

বন

২৪.৬. কর্পোরেশন বনোন্নয়ন করিতে পারিবে এবং বন-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং উহার বনাঞ্চলে বৃক্ষ রোপণ এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

বৃক্ষ সংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলী

২৪.৭. কর্পোরেশন বৃক্ষ ও চারা গাছের ধ্বংস সাধনকারী কীট-পতংগ বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৪.৮. যদি নগরীর কোন জমিতে বা অঙ্গনে ক্ষতিকর গাছপালা বা লতাগুল্ম জন্মে তাহা হইলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা জমি বা অঙ্গনের মালিক ও দখলদারকে উহা পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর্পোরেশন নিজেই উহা পরিষ্কার করিতে পারিবে এবং ইহা বাবদ কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয় উক্ত মালিক ও দখলদারের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২৪.৯. কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিপজ্জনক বৃক্ষ কর্তন করিবার অথবা রাস্তার উপর ঝুলন্ত এবং রাস্তা চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা অন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টিকারী উহার শাখা ছাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪.১০. কর্পোরেশন, নোটিশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোন এলাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন শস্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

২৫. **পুকুর ও নিম্নাঞ্চল**

কর্পোরেশন পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৬. **শিক্ষা ও সংস্কৃতি**

শিক্ষা

২৬.১. কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নগরীতে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৬.২. কর্পোরেশন যে সকল প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৬.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

২৬.৪. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নগরীতে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

২৬.৫. আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন নগরীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং নগরীতে স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল ছেলেমেয়ে যাহাতে কর্পোরেশনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী

২৬.৬. **কর্পোরেশন**—

(ক) ছাত্রাবাসরূপে ব্যবহারের জন্য ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) অনাথ ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) বিদ্যালয়ের পুস্তকাদি ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে;

(ছ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে—

(১) শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের সহায়তাদান করিতে পারিবে;

(২) শিক্ষা জরিপ ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(৩) বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্য প্রদানে দুগ্ধ ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(জ) শিক্ষার উন্নয়নের সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

সংস্কৃতি

২৬.৭. **কর্পোরেশন**—

(ক) নগরীর শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ের প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহার্য জায়গায় রেডিও ও টেলিভিশন সেটের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(গ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহার রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঙ) স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় ছুটির দিনগুলি উদযাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(চ) কর্পোরেশনে আগমনকারী বিশিষ্ট মেহমানদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ছ) জাতীয় ভাষার ব্যবহারে উৎসাহদান করিতে পারিবে;

(জ) জনসাধারণের মধ্যে শরীর চর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধুলার উৎসাহদান এবং র‌্যালী ও টুর্নামেন্টে পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ঝ) নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঞ) নগরীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ট) সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতি বিধান করিতে পারিবে; এবং

(ঠ) দেশীয় সাংস্কৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের সহায়ক সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

পাঠাগারসমূহ

২৬.৮. কর্পোরেশন, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার করিতে পারিবে।

মেলা ও প্রদর্শনী

২৬.৯. কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নগরীতে কোন মেলা, প্রদর্শনী বা সাধারণ উৎসবের সময় জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে বা জনগণের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার দর্শকদের উপর ফিস ধার্য করিতে পারিবে।

২৭. **সমাজকল্যাণ**

কর্পোরেশন—

(ক) দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;

(খ) কর্পোরেশন নিজ খরচে নগরীতে মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক গঠনে সংগঠিত করিতে পারিবে;

(ঙ) নারী, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর কল্যাণসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

২৮. **উন্নয়ন**

উন্নয়ন পরিকল্পনা

২৮.১. কর্পোরেশন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে তবে অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কর্পোরেশনের কোন বিশেষ কার্যাবলীর উন্নয়ন;

(খ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(গ) সরকার কর্পোরেশন বা উহার কোন খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

২৮.২. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

বাণিজ্যিক প্রকল্প

২৮.৩. কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

চতুর্থ তফসিল

(ধারা ৮২ দ্রষ্টব্য)

কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস

(১) ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।

(২) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।

(৩) ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃ নির্মাণের জন্য আবেদনের উপর কর।

(৪) নগরীতে ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানীর উপর কর।

(৫) নগর হইতে পণ্য রপ্তানির উপর কর।

(৬) টোল জাতীয় কর।

(৭) পেশা বা বৃত্তির উপর কর।

(৮) জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ও যিয়াফত বা ভোজের উপর কর।

(৯) বিজ্ঞাপনের উপর কর।

(১০) পশুর উপর কর।

(১১) সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ এবং চিত্তবিনোদনের উপর কর।

(১২) মোটর গাড়ী এবং নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।

(১৩) বাতি ও অগ্নি রেইট।

(১৪) ময়লা নিষ্কাশন রেইট।

(১৫) জনসেবামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য রেইট।

(১৬) পানি কল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট।

(১৭) সরকার কর্তৃক আরোপিত করের উপর উপকর।

(১৮) স্কুল ফিস।

(১৯) কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন জনসেবামূলক কার্য হইতে প্রাপ্ত করের উপর ফিস।

(২০) মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস।

(২১) বাজারের উপর ফিস।

(২২) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন ও অনুমতির জন্য ফিস।

(২৩) কর্পোরেশন কর্তৃক কৃত কোন বিশেষ কার্যের জন্য ফিস।

(২৪) পশু জবাই দেওয়ার জন্য ফিস।

(২৫) এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অনুমোদিত অন্য কোন ফিস।

(২৬) সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোন কর।

পঞ্চম তফসিল

(ধারা ৯২ দ্রষ্টব্য)

এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ

(১) কর্পোরেশন কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, উপকর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

(২) এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে যে সকল বিষয়ে কর্পোরেশন কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে কর্পোরেশনের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা উহার নিকট ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

(৩) এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয়, সেই কার্য বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

(৪) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ।

(৫) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন এলাকার উন্নয়ন।

(৬) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ বা নির্মাণ কার্য পরিচালনা।

(৭) কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবৈধ প্রবেশ।

(৮) এই আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইয়া তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

(৯) গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

(১০) কর্পোরেশনের অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভাবে পায়খানার গর্ত বা নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাদ বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

(১১) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জনপথে নর্দমা খনন বা উহার পরিবর্তন।

(১২) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জনপথের নর্দমার সহিত কোন গৃহের নর্দমার সংযোগ সাধন।

(১৩) কোন রাস্তায় অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নহে এই রকম স্থানে আবর্জনা নিক্ষেপ করা বা রাখা।

(১৪) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অথবা কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিসাধন দ্রব্য জমা করা।

(১৫) পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

(১৬) জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার সন্দেহে কর্পোরেশন কর্তৃক কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

(১৭) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, বা গোসল করানো, প্রস্রাব করানো।

(১৮) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

(১৯) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

(২০) কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিচালনাধীন পানি সরবরাহের কূপ, পাইপ, জলাধার অথবা কলকব্জা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া।

(২১) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন পাইপ হইতে পানি লইয়া যাওয়া বা পানি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা।

(২২) পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোন যন্ত্রপাতিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।

(২৩) অবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

(২৪) আবাসিক এলাকা হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্য হইতে ইট ভাটি, চুন ভাটি, কাঠ কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

(২৫) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে কোন জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

(২৬) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলমূত্র, পানি আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদন, অপসারণ মেরামত বা পরিস্কার করিতে বা জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

(২৭) কর্পোরেশন কর্তৃক কোন আগাছা ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্টি জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

(২৮) জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলকার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

(২৯) কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

(৩০) কর্পোরেশন কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোন উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিত উহার মালিক বা দখলকারীর ব্যর্থতা।

(৩১) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা জমি বা দালানের মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

(৩২) চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেশনের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

(৩৩) কোন স্থানে সংক্রামক রোগের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির কর্পোরেশনের নিকট খবর দিতে ব্যর্থতা।

(৩৪) সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন স্থানকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

(৩৫) সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়।

(৩৬) রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

(৩৭) দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

(৩৮) এতদ্‌উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

(৩৯) ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

(৪০) কর্পোরেশনের বিনা অনুমতিতে সাধারণের ব্যবহার্য বা রেজিস্ট্রিকৃত গোরস্তান বা শ্মশান নহে এই প্রকার কোন স্থানে মৃতদেহ দাফন বা দাহ করা।

(৪১) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া।

(৪২) উপযুক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের দিক নির্দেশক ফলক বা বাতির খুটি, বাতি নাড়াচড়া বা বিকৃত অথবা কর্পোরেশনের বাতি নিভাইয়া দেওয়া।

(৪৩) এতদ্‌উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্লাকার্ড বা অন্য কোন প্রকার প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া।

(৪৪) কোন অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা।

(৪৫) কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তুপীকৃত করা।

(৪৬) সূর্যাস্তের অর্ধ ঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

(৪৭) যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-নিষেধ না মানা।

(৪৮) কর্পোরেশন কর্তৃক জারীকৃত কোন নিষেধাজ্ঞা ভংগ করিয়া রেডিও, টেলিভিশন বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, মাইক ব্যবহার, ঢাক-ঢোল পিটানো, ভেপু বাজানো, অথবা কাঁশা বা অন্য কোন জিনিষের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

(৪৯) আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজী এমনভাবে ছোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৫০) পথচারীদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

(৫১) হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

(৫২) কর্পোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালান ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

(৫৩) কর্পোরেশন কর্তৃক মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

(৫৪) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিতে ব্যর্থতা।

(৫৫) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও বাড়ী হইতে ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে বাড়ীর মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

(৫৬) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা কর্পোরেশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করা।

(৫৭) ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি-মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত অংগে বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

(৫৮) কর্পোরেশন কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

(৫৯) কর্পোরেশনের কোন কাউন্সিলর বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সজ্ঞানে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা কোন অংশীদার মারফত কর্পোরেশনের কোন ঠিকাদারীতে স্বত্ব বা অংশ অর্জন করা।

(৬০) কর্পোরেশন কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা বা কর্মচারী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কাজে অনুপস্থিতি, কাজে গাফিলতি অথবা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অদক্ষভাবে কাজ সম্পাদন।

(৬১) বিধি দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোন কাজ করা।

(৬২) এই আইন বা কোন বিধি বা তদধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ নির্দেশ বা কোন ঘোষণা বা জারিকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

ষষ্ঠ তফসিল

[ধারা ১২০(২) দ্রষ্টব্য]

যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে

(১) কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত।

(২) মেয়র এবং কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডসমূহের এলাকা নির্ধারণ।

(৩) মেয়র এবং কাউন্সিলর অপসারণের জন্য বিশেষ সভা আহ্বানের পদ্ধতি।

(৪) কর্পোরেশনের কার্য কি প্রকার এবং কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ।

(৫) পূর্তকাজ সম্পন্নের পদ্ধতি, পূর্তকাজ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রদেয় টাকার হারের তফসিল, বাৎসরিক পূর্তকাজের কর্মসূচি এবং উহার মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন, পূর্তকাজ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা।

(৬) চুক্তি সম্পাদন, নিবন্ধন ও বলবৎ করিবার পদ্ধতি।

(৭) ঠিকাদারগণের নিবন্ধিকরণ ফিস, ঠিকাদার কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং জামানত বাজেয়াপ্তের শর্তাদি।

(৮) রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য রেকর্ডসমূহ, কি কি রিপোর্ট এবং রিটার্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নিরূপণ এবং তাহার প্রকাশনা পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রের হেফাজতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ধ্বংসকরণ।

(৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপর কি কি ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে এবং উহা কি প্রকারে নির্বাহ করা হইবে তাহা নির্ধারণ।

(১০) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত পদ্ধতি।

(১১) কর্পোরেশন তহবিলের হেফাজাত, বিনিয়োগ, পরিচালনা, প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষ ফান্ড (Sinking Fund) ও অন্যান্য তহবিল স্থাপন।

(১২) বাজেটের ফরম ও প্রণয়ন পদ্ধতি, কর্পোরেশনের নিকট বাজেট পেশ এবং তৎকর্তৃক উহা বিবেচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি, কর্পোরেশনের বাজেট সভা আহ্বান ও বাজেট সংশোধন পদ্ধতি।

(১৩) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন, পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ও প্রকাশনা।

(১৪) কি কি উদ্দেশ্যে এবং কি প্রকারে ঋণ সংগ্রহ করা যাইবে তাহা নির্ধারণ, ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করণ।

(১৫) কর্পোরেশনের সম্পদ বা তহবিল অবচয় বা অপ্রয়োগকারী ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি।

(১৬) সম্পত্তি নিবন্ধিকরণ ও প্রতিপাদন ও উহার হিসাবরক্ষণ।

(১৭) কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি নির্ধারণ, উসুল ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং তৎসম্পর্কে করদাতাদের দায়িত্ব।

(১৮) অকট্রয় (Octroi) ফাঁকি বন্ধকরণ, অকট্রয় আদায়যোগ্য মালের তল্লাশী ও অকট্রয় আদায়ের জন্য পরিচালিত অভিযান দাবী।

(১৯) কর এবং অন্যান্য দাবির বিল ও নোটিশ জারি পদ্ধতি, ক্রোক ও বিক্রয়পূর্বক কর এবং অন্যান্য দাবি আদায় পদ্ধতি, অনাদায়যোগ্য দাবি খারিজ।

(২০) এই আইনের অধীনে বিধি ধারা নির্ধারণযোগ্য অন্যান্য বিষয়।

সপ্তম তফসিল

[ধারা ১২১(২) দ্রষ্টব্য]

যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে

(১) কর্পোরেশন ও উহার কমিটিসমূহের সভার কার্য পরিচালনা।

(২) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী।

(৩) জনগণের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে মূলতবী প্রস্তাব।

(৪) সভা অভিযাচন।

(৫) সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ।

(৬) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

(৭) সাধারণ সীলমোহর হেফাজত ও ব্যবহার।

(৮) কর্পোরেশন অফিসের দপ্তর ও উপ-দপ্তর স্থাপন এবং উহাদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ।

(৯) লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি।

(১০) সরকারি ও বেসরকারি মেলা অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন, উক্তরূপ মেলা ও উৎসবের স্থানে দোকানপাট ও আমোদ-প্রমোদের স্থানের জন্য লাইসেন্স প্রদান, বেসরকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান, মেলা ও উৎসবাদি পরিদর্শন।

(১১) সর্ব সাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, বেসরকারি তত্ত্বাবধানে সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানের লাইসেন্স প্রদান, সর্ব সাধারনের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের স্থানে লোকজনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

(১২) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তদারকের জন্য জায়গা-জমি ও বাড়িঘর পরিদর্শন, বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ, ব্যক্তিগত পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ ও পরিদর্শন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত ঝাড়ু দারের লাইসেন্স প্রদান।

(১৩) রোগ-সংক্রামিত ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি অপসারণ, রোগ-সংক্রমণ মুক্তকরণ ও ধ্বংসকরণ, বাড়িঘর এবং যানবাহন রোগ-সংক্রমণ মুক্তকরণ, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের ব্যাপারে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(১৪) সরকারি এবং বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও উহাদের সংরক্ষণ, কবর, স্মৃতিসৌধ এবং স্মৃতিফলক সংরক্ষণ, গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও শবদাহের ব্যবস্থা, দাফন ও শবদাহের জন্য ফিস।

(১৫) ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ।

(১৬) অবৈধ প্রবেশ, নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণ।

(১৭) বাজারে বিরক্তিকরণ বস্তু বা উপদ্রবের সংজ্ঞা নিরূপণ ও উহার নিরোধকরণ; বাজারে স্টল এবং মঞ্চ বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রিতব্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

(১৮) জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার প্রতিরোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা, ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত জীবজন্তুকে বাধ্যতামূলক টিকাদান বা উহার ধ্বংস সাধন, লাগামহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্তু আটককরণ ও খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ, বাসস্থানে জীবজন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ, গবাদিপশু রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক জীবজন্তুর সংজ্ঞা এবং উহার আটককরণ, ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৯) কসাইখানায় জন্তু জবাই নিয়ন্ত্রণ, জবাইর পূর্বে পশু পরীক্ষা এবং জবাইর পরে গোস্ত পরীক্ষা, পশু জবাই ফিস, কসাইখানার প্রাপ্য মনুষ্য ব্যবহার অনুপযোগী গোস্তের ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণকরণ, অনুমোদিত কসাইখানায় জবাইকৃত পশুর গোস্ত বা যথাযথভাবে সংরক্ষিত গোস্ত ছাড়া অন্য কোন গোস্ত বিক্রয় করা নিষিদ্ধকরণ এবং অনুরূপ কোন গোস্তের ধ্বংস সাধন বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণকরণ; কসাইখানার বাহিরে গোস্ত বহন নিয়ন্ত্রণ, অননুমোদিত কসাইখানা পরিদর্শন এবং অনুরূপ কসাইখানায় রাখা জন্তু ও গোস্ত আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ।

(২০) যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পথ চলাচল বিধি, যানবাহন চলাচল সংকেত বিধি, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ও বাতি জ্বালানোর সময়।

(২১) ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্তকার্য বন্ধকরণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পার্কে প্রবেশের জন্য ও উহার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার জন্য প্রদেয় ফিস।

(২২) সাধারণ পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গার ব্যবহার ও উহাতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পার্কে প্রবেশের জন্য ও উহার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার জন্য প্রদেয় ফিস।

(২৩) ব্যক্তিগত নর্দমা নিয়ন্ত্রণ, নর্দমা সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ ও পরিদর্শন, নর্দমা সংক্রান্ত অপরাধ।

(২৪) এই আইনের অধীনে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণযোগ্য অন্যান্য বিষয়।

অষ্টম তফসিল

[ধারা ১২২(২) দ্রষ্টব্য]

যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করা যাইবে

(১) লাইসেন্স অনুমোদন এবং অনুমতি মঞ্জুর, নিবন্ধন ও পরিদর্শন পদ্ধতি; লাইসেন্স, অনুমোদন, অনুমতি ফরম এবং ফিস।

(২) সরকারি ও বেসরকারি মেলা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠান এবং উদ্‌যাপন; এইরূপ মেলা ও উৎসবাদির স্থানে দোকানপাট ও আমোদ-প্রমোদের স্থানের লাইসেন্স প্রদান, বেসরকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান।

(৩) জনসাধারণের চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ স্থানের ও আংগিনার লাইসেন্স প্রদান; জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ স্থানে লোকজনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

(৪) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে জায়গা ও বাড়িঘর পরিদর্শন; বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা অপসারণ; সরকারি ও বেসরকারি শৌচাগার ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন; স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বেসরকারি পর্যায়ে ঝাড়ুদারের লাইসেন্স প্রদান।

(৫) সংক্রমিত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি অপসারণ, সংক্রামক জীবাণু মুক্তকরণ, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের বিষয়ে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(৬) সরকারি এবং বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, এইরূপ স্থানে কবর, স্মৃতিসৌধ,স্মৃতিফলক ও অন্যান্য কাজ সংরক্ষণ, গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও দাহের ব্যবস্থা; দাফন ও দাহের জন্য ফিস।

(৭) ক্ষতিকরণ ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ; বিপজ্জনক এবং আপত্তিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ নিয়ন্ত্রণকরণ।

(৮) অন্যান্য দখল নিয়ন্ত্রণ, দমন ও অপসারণ।

(৯) সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের চালক বা বহন অথবা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং ব্যক্তির লাইসেন্স; সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের বহনের জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং যেইখানে এইরূপ যানবাহন ও জন্তু রাখা হয় তাহা পরিদর্শন; স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা ও তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি; সাধারণ যানবাহন সম্পর্কিত অপরাধ।

(১০) যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিযন্ত্রণ; রাস্তা চলাচল বিধি; যানবাহন চলাচল সংকেত নিয়মাবলী; যানবাহনের গতি নিযন্ত্রণ ও বাতি জ্বালানোর সময়।

(১১) ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ; ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্ত কাজ বন্ধকরণ; অননুমোদিত নির্মাণ কাজ ভেংগে ফেলা; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত অপরাধ; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য ফিস।

(১২) পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত জায়গা ব্যবহার ও তাহা পরিদর্শনকারী ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ, পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা; পার্কে প্রবেশের এবং পার্কের ব্যবস্থিত সুযোগ-সুবিধা অথবা সাজ-সরঞ্জাম ভোগের জন্য ফিস।

(১৩) বেসরকারি নর্দমা নিয়ন্ত্রণ; রক্ষণাবেক্ষণ; পরিষ্কারকরণ এবং নর্দমা পরিদর্শন; সংক্রান্ত অপরাধ।

(১৪) বাজারে উপদ্রব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ ও নিরোধকরণ; বাজার এলাকায় স্টল এবং স্ট্যান্ড বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

(১৫) জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার রোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা; এইরূপ রোগে আক্রান্ত পশুকে বাধ্যতামূলক টিকাদান অথবা ধ্বংস সাধন; ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্তু আটক এবং খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ; বাসগৃহে জীব-জন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ; গবাদিপশু বিক্রয় নিবন্ধকরণ; বিপজ্জনক জীব-জন্তুর সংজ্ঞা নিরূপণ এবং এইরূপ জীব-জন্তুর আটক, ধ্বংস অথবা অপসারণের পদ্ধতি।

(১৬) কসাইখানার পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ; জবাইয়ের পূর্বে পশু পরীক্ষাকরণ এবং জবাইয়ের পর গোস্ত পরীক্ষাকরণ; পশু জবাই ফিস; কসাইখানার কোন গোস্ত মানুষের ভোগের অযোগ্য পাওয়া গেলে ইহার ধ্বংস সাধন অথবা অন্য উপায়ে অপসারণ; সংরক্ষিত গোস্ত অনুমোদিত কসাইখানায় জবাইকৃত গোস্ত ব্যতীত অন্য যে কোন গোস্তের বিক্রয় বন্ধকরণ এবং এইরূপ গোস্ত ধ্বংস অথবা অন্য কোন উপায়ে অপসারণ; কসাইখানা হইতে গোস্ত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ; অননুমোদিত জবাইয়ের স্থান পরিদর্শন এবং এইরূপ অননুমোদিত স্থানের পশু এবং গোস্ত আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ।

(১৭) এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে উপ-আইন দ্বারা নির্ধারণযোগ্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd